NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেই এবার জিতিয়ে দিল চিকিৎসার নোবেল

ইজরায়েলে আটক ১৮ হাজার ভারতীয়কে নিয়ে উদ্বিগ্ন দিল্লি ৭

কলকাতা ১০ অক্টোবর ২০২৩ ২২ আশ্বিন ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ১২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 10.10.2023, Vol.17, Issue No. 121, 8 Pages, Price 3.00

জাতভিত্তিক সমীক্ষার সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক: রাহুল

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর: পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে অন্যান্য অনগ্রসর গোষ্ঠী (ওবিসি)-র ভোটব্যাংককে 'পাখির চোখ' করতে চাইছে কংগ্রেস। সোমবার নির্বাচন কমিশন রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে, তেলঙ্গানা এবং মিজোরামে বিধানসভা ভোটের সূচি ঘোষণার পরেই সেই বার্তা দিলেন দলের নেতা রাহুল গান্ধি। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'যে রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা জাত সমীক্ষার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ। এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি সমর্থন করছে।' বিহারে আরজেডি-জেডিইউ-কংগ্রেস-বামেদের মহাগঠবন্ধন সরকার ইতিমধ্যেই জাতভিত্তিক সমীক্ষায় কাজ অনেকটাই করে ফেলেছে। আদালতের ছাড়পত্র পাওয়ায় প্রকাশ করা হয়েছে অন্তর্বতী রিপোর্টও। কংগ্রেস শাসিত দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজস্থানের অশোক গহলৌত এবং ছত্তিসগড়ে ভূপেশ বাঘেল জানিয়েছেন, ক্ষমতায় ফিরলে তাঁদের রাজ্যেও শুরু হবে জাতভিত্তিক সমীক্ষার কাজ। এই পরিস্থিতিতে সোমবার রাহুল বলেন, 'রবিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে জাতভিত্তিক সমীক্ষা নিয়ে আমরা চার ঘণ্টা আলোচনা করেছি। গরিব আমজনতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ ইতিবাচক মাত্রা আনবে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের পাশাপাশি কংগ্রেস শাসিত হিমাচল প্রদেশ এবং কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীরাও তাঁদের রাজ্যে জাত সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই পদক্ষেপ ঐতিহাসিক।' প্রসঙ্গত, ২০২০-র নভেম্বরে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য সরকারি চাকরি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট সিলমোহর দেওয়ার পরেই দেশ জুড়ে জাতভিত্তিক জনগণনার দাবি তুলেছিল বিহারের 'মহাগঠবন্ধন' সরকার। এরপর দ্রুত শুরু হয় জাতগণনা। গত ৬ বছরের জুন বিহার সরকার জাতগণনার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। কিন্তু সেই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল পাটনা হাইকোর্টে। জাত সমীক্ষার বিরোধীদের অভিযোগ, বিহার সরকারের এই পদক্ষেপ 'বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক'। এই পদক্ষেপ সংবিধানের মৌলিক অধিকার এবং ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের (সমতা ও সাম্যের অধিকার) পরিপন্থী। ওবিসিদের জন্য এখন সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু ওবিসিদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের কাছাকাছি। ওবিসিদের জন্য আরও বেশি সংরক্ষণের দাবি উঠেছে। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংরক্ষিত আসন আরও কমার সম্ভাবনা। সে ক্ষেত্রে মেধার উপর আঘাত আসবে, অভিযোগ এই সমীক্ষার বিরোধীদের।

৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কেন্দ্রকে সময়

রাজ্যপালের আশ্বাসে ও মমতার পরামর্শে ধর্না তুললেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপালের আশ্বাসে ও তৃণমূল নেত্রীর পরামর্শে 'সৌজন্য' দেখিয়ে অবশেষে ধর্না প্রত্যাহার করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কেন্দ্রকে সময় বেঁধে দিলেন তিনি। জানালেন, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে বাংলার মানুষের দাবি নিয়ে পদক্ষেপ করা না হলে ১ নভেম্বর পথে নামবেন তাঁরা। তবে এ বার তাঁর নেতৃত্বে নয়, তৃণমূল পথে নামবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে।

শাসকদলের কেন্দ্রীয় বঞ্চনা-র অভিযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে দিল্লি গিয়েছেন রাজ্যপাল এদিনই। সোমবার বিকেল ৪টেয় রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে অভিষেক-সহ তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। বৈঠকের পরেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন রাজ্যপাল। কী হয়েছিল সেই বৈঠকে, সেই বিষয়ে দুই পক্ষই জানিয়েছে। যদিও সন্ধ্যায় রাজভবনের উত্তর গেটে ধর্নামঞ্চ থেকে অভিষেক জানান, রাজ্যপাল আসলে কী উত্তর দিয়েছেন, তা তিনি মানুষকে জানাতে চান। তাঁর কথায়, 'রাজ্যপাল যে উত্তর দিয়েছেন, কেউ জানেন না। তিনি কথা দিয়েছেন, দু'সপ্তাহ নয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করব। আমি যতদূর শুনেছি, ইতিমধ্যে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন তিনি। আশা করছি, এর বিহিত উনি করবেন।'

তার পরেই অভিষেক জানান, রাজ্যপাল আশ্বাস দিলেও তিনি আরও ২৪ ঘণ্টা ধর্নায় বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বারণ করেন খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা। তিনি বলেন, 'কল্যাণদা অনুরোধ করেছেন। শোভনদা, সুদীপদা, সৌগতদা-র সঙ্গে কথা বলেছি। দলনেত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছি। আরও ২৪ ঘণ্টা বসতে চেয়েছিলাম। নেত্রী বলেছেন, যেহেতু উনি সৌজন্য দেখিয়েছেন, বাংলারও সৌজন্য দেখানো উচিত।' অভিষেক জানান, নেত্রীর সেই নির্দেশ মেনেই সোমবার সন্ধ্যায় ধর্না প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তবে জানিয়ে দেন, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কেন্দ্রের সদুত্তর না পেলে ১ নভেম্বর থেকে ফের কর্মসূচি শুরু হবে। তিনি বলেন, '১ নভেম্বর যখন রাস্তায় নামব, অভিষেকের নেতৃত্বে নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। ৫০ হাজার মানুষ হাঁটবেন, সামনে মমতা।'

সোমবার বিকেলে রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক-সহ তৃণমূলের ৩০ জনের প্রতিনিধি দল। সেখানে প্রায় ২০ মিনিট ধরে বৈঠক চলে। তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দিয়েছে দল। সেখানে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে সমস্যা এবং তাঁদের দাবি বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে। ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়। তিনি বেরিয়ে বলেন, 'আমরা একটি স্মারকলিপি দিয়েছি। চিঠিগুলো দিয়ে এসেছি। বৈঠক ভাল হয়েছে।'

তৃণমূলের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজভবনের তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, তিনি ধৈর্য ধরে অভিষেকদের বক্তব্য শুনেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন যে, বিষয়টি নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং বাংলার মানুষের হিতার্থে যা করণীয়, তা করবেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বকেয়া টাকা নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তৃণমূলকে কথা দিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। যদিও রাজ্যপালের বিবৃতিতে এই সময়সীমার কথা নেই। তবে বৈঠকের পরে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যাতেই দিল্লি গিয়েছেন রাজ্যপাল। এর পরেই ধর্না তুলে নিতে অভিষেককে অনুরোধ করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের কথা শোনার পর এই অনুরোধ করেন তিনি। পাশাপাশি, ধর্না তুলে নেওয়ার আগে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার কথাও জানান। সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব অভিষেকের উপরেই ছাড়েন কল্যাণ। তার পরেই নেত্রীর পরামর্শ পেয়ে সিদ্ধান্ত নেন অভিষেক। তবে তিনি জানিয়ে দেন, ২১ লক্ষ মানুষের দু'বছর ধরে রুটি রুজি বন্ধ। কাজ করেও তাঁরা টাকা পাননি। রাজ্যপালেরও এই নিয়ে 'দায়বদ্ধতা' রয়েছে। রাজ্যপাল কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলার পরেও ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কোনও পদক্ষেপ করা না হলে আবার পথে নামবেন তিনি।

হামাসের হামলায় বিধ্বস্ত ইজরায়েল, প্রাণ গিয়েছে প্রায় ১,১০০ মানুষের

পাল্টা প্রত্যাঘাতের নীল নকশা তৈরি নেতানিয়াহুর

তেল আভিব, ৯ অক্টোবর: সোমবার তৃতীয় দিনে পড়েছে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইনের যুদ্ধ। শনিবার হামাস জঙ্গিগোষ্ঠী ইজরায়েলে হঠাৎ রকেট হামলার পর সেই বিবাদ ফের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই যুদ্ধে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন মিলে মোট ১,১০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গাজার হামাস জঙ্গিদের বর্বরতা দেখে কেঁপে উঠেছে গোটা বিশ্ব।

এদিকে প্রবল আক্রোশে ফুঁসছে জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত ইজরায়েল। হামাসকে চরম শিক্ষা দিতে প্রত্যাঘাত শুরু করেছে 'ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস'। লড়াই এখন তুঙ্গে। এই প্রেক্ষাপটে গাজা দখলের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে ইহুদি দেশটি বলেই খবর। হামাসের নিয়ন্ত্রণে থাকা ওই ভূখণ্ডে খাবার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির জোগান বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী ইয়োআভ গালান্ত।

শনিবার সকালে গাজা স্ট্রিপ থেকে কাতারে কাতারে রকেট উড়ে এসে পড়ে ইজরায়েলের বিভিন্ন প্রান্তে। হঠাৎ করে হামাস জঙ্গিদের এই হামলায় কিছু অবাক করেছে গোটা বিশ্বকে। রকেট হামলার পাশাপাশি হামাস জঙ্গিরা ইজরায়েলে ঢুকে অনেক মানুষকে হত্যা করেছে, পাশাপাশি বন্দি বানিয়ে গাজায় নিয়ে গিয়েছে। এই সব ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ইজরায়েলের হামলা থেকে বাঁচতে গাজা প্রচুর মানুষ ইতিমধ্যেই গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। গাজায় প্রায় এক লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই গৃহহীন হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে।

তবে ইজরায়েল হামলা শুরু করলেও হাসাম জঙ্গিরাও হামলা থামায়নি। রবিবারও গাজা থেকে প্রচুর রকেট হামলা চালানো হয়েছে ইজরায়েলে। সেই সব আক্রমণ রুখে দেওয়ার দাবিও করেছে ইজরায়েলি সেনা। এর মধ্যেই খবর পাওয়া গিয়েছে, ইজরায়েলের আস্কেলনে একটি হোটেলে হামাস জঙ্গিরা রকেট হামলা চালিয়েছে।

হামাস জঙ্গিরা ইতিমধ্যেই দাবি করেছে, শতাধিক ইজরায়েলিকে তাঁরা বন্দি বানিয়েছে। অন্যদিকে ইজরায়েলের মধ্যে ঢুকে পড়া হামাস জঙ্গিদের খুঁজে খুঁজে নিকেশ করছে ইজরায়েলের সেনা। ইজরায়েলের সেনা হামাস জঙ্গিদের আইসিসের থেকেও নৃশংস বলে অভিহিত করেছে।

৭ নভেম্বর থেকে শুরু পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর: পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। আগামী ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হবে পাঁচ রাজ্যের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। ওই মাসের মধ্যেই নির্বাচন সেরে ফেলতে হবে বলে জানাল কমিশন। ৩ ডিসেম্বর একসঙ্গেই পাঁচ রাজ্যের ভোটগণনা হবে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলঙ্গানা এবং মিজোরাম- পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন হবে চলতি বছরের শেষে। একমাত্র ছত্তিশগড়েই দুই দফায় নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। ২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে এই ৫ রাজ্যের ভোট শাসক ও বিরোধী- উভয় পক্ষের কাছেই সেমিফাইনাল বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে পাঁচ রাজ্যে ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানান, ৫ রাজ্যের মোট ৬৭৯ আসনে ভোট হবে। মোট ভোটার ১৬.১ কোটি। এর মধ্যে নতুন ভোটার ৬০.২ লাখ। মোট ১.৭৭ লাখ বুথে ভোটগ্রহণ হবে। ৮.২ কোটি পুরুষ ও ৭.৮ কোটি মহিলা ভোটাররা পাঁচ রাজ্যে ভোট দেবেন। সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন করাতে পোলিং স্টেশনগুলিতে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি জানান। জানা গিয়েছে, ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে পাঁচ রাজ্যের ভোটযুদ্ধ। ওই দিনই ছত্তিশগড় ও মিজোরামে নির্বাচন হবে। এক দফাতেই উত্তর-পূর্বের রাজ্যটির নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। তবে ছত্তিশগড়ের দুই দফায় ভোট হবে। সেরাজ্যের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে ১৭ নভেম্বর। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা- এই তিন রাজ্যে এক দফাতেই ভোট করানো হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। জানা গিয়েছে, ১৭ নভেম্বর শুরু হবে মধ্যপ্রদেশের ভোটগ্রহণ। রাজস্থানে ভোট হবে ২৩ নভেম্বর। সবশেষে নির্বাচন হবে তেলঙ্গানায়। ৩০ নভেম্বর সেরাজ্যে ভোট হবে। আগামী ৩ ডিসেম্বর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে। অক্টোবর মাসের শেষদিক থেকেই শুরু হবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। এছাড়াও নাগাল্যান্ডের একটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে ৭ নভেম্বর।

৩ রাজ্যে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর: নির্বাচন কমিশনের তরফে নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরেই সোমবার বিকেলে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের বিধানসভা ভোটে বেশ কিছু আসনে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করল বিজেপি। তালিকায় রয়েছেন বেশ কয়েক জন সাংসদ এমনকী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। ২০০ আসনের রাজস্থান বিধানসভার ভোটের জন্য সোমবার প্রথম দফায় ৪১ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। এর মধ্যে রয়েছেন সাত জন লোকসভা সাংসদ। জয়পুর গ্রামীণ কেন্দ্রের সাংসদ, প্রাক্তন অলিম্পিক পদকজয়ী শুটার রাজ্যবর্ধন রাঠৌর লড়বেন জয়পুরেরই জোটওয়ারা কেন্দ্রে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রথম তালিকায় নেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের নাম। কংগ্রেস শাসিত ছত্তিশগড়ে ৯০টি আসনের মধ্যে ২১টিতে আগেই প্রার্থীদের নাম জানিয়েছিল পদ্ম-শিবির। সোমবার আরও ৬৪টিতে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে সোমবার চতুর্থ দফায় ৫৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র তাঁদের পুরনো কেন্দ্র বুধনি এবং দাতিয়া থেকেই ভোটে লড়বেন।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৯

চেন্নাই, ৯ অক্টোবর: তামিলনাড়ুর বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। মৃত কমপক্ষে ৯। আহত বেশ কয়েকজন। মৃত ও আহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য তিনি রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী এস এস শিবশংকর ও শ্রমমন্ত্রী সিভি গণেশনকে নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে মৃতদের পরিবারের জন্য ৩ লক্ষ ও আহতদের পরিবারের জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আইনি হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের বিরুদ্ধে হুমকি আর দাদাগিরির অভিযোগের মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ওই ছাত্রদের একের পর এক হুঁশিয়ারি দিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এজলাসে বসেই তিনি বললেন, 'মস্তানি নয়! দিন কাল খুব খারাপ।'

অর্থনীতিতে নোবেল

স্টকহোম, ৯ অক্টোবর: তৃতীয় মহিলা হিসাবে অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন ক্লডিয়া গোলডিন। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে ১০০০-তম প্রাপক হিসাবে লেখা হল এই মার্কিন অর্থনীতিবিদের নাম। সোমবার কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, শ্রম বাজারের অর্থনীতির ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকদের অবদান নিয়ে অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন ক্লডিয়া। সেই গবেষণার পুরস্কার হিসাবেই নোবেল পেলেন তিনি।

বিস্তারিত দুনিয়ার পাতায়

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই হানা অব্যাহত

বিজেপি বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি, রানাঘাট পুরসভা সিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবির পর সোমবারও তল্লাশি অভিযান জোরালো করল সিবিআই। সপ্তাহের প্রথম দিনই সিবিআই আধিকারিকরা একাধিক জায়গায় হানা দিলেন। এদিন একটি পুরসভা, দুই প্রাক্তন পুরপ্রধানের বাড়ি ও বিজেপি বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলে। এর আগে রাজ্যের মন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলে। দীর্ঘ সময় উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের বাড়িতে সিবিআই আধিকারিকরা তদন্ত চালিয়েছিলেন। রবিবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চলে। বেশ কিছু তথ্য সেখান থেকে তদন্তকারীরা পেয়েছেন বলে দাবি উঠেছে। এছাড়াও বিধায়ক মদন মিত্রের দুই বাড়িতেও সিবিআই হানা দেয়। পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে হঠাৎ করেই গতি এনেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সিবিআই সূত্রে খবর, সোমবার রাজ্যের চার জেলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল হানা দেয়। সোমবার সাত সকালেই নদিয়ার উত্তর-পশ্চিম রানাঘাট কেন্দ্রের বিধায়ক পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিবিআই আধিকারিকেরা হানা দেন। প্রসঙ্গত, রানাঘাট পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান ছিলেন তিনি। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে দলবদল করে আসেন। এরপর নির্বাচনে জিতে তিনি এখন বিজেপি বিধায়ক। তার বাড়িতে সিবিআই হানা দেওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে এই প্রথম কোনও বিজেপি বিধায়কের নাম জড়ালো।

এদিকে, তল্লাশির মাঝেই রানাঘাট পুরসভা সিল করল সিবিআই। ২০১৪-২০১৮ সালের মধ্যে রানাঘাট পুরসভায় নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই মামলার কিংপিন অয়ন শীলের সংস্থার মাধ্যমেই এই নিয়োগ হয় বসে সিবিআই সূত্রের খবর। সেই মামলার তদন্তেই এবার বিজেপি বিধায়কের অফিসে তল্লাশি চালাচ্ছেন আধিকারিকরা। কারণ সে সময়ে তিনি এই পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। সকালে ১০টার কিছু আগেই সিবিআই আধিকারিকরা তল্লাশি শুরু করেন। তল্লাশি চলাকালীন ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বিধায়কের অফিস সিল করে দেন আধিকারিকরা।

এদিকে আবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে পৌঁছে যান সিবিআই আধিকারিকেরা। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ফলে তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনাও শুরু হয়। সূত্রে খবর, এদিন ডায়মন্ড হারবার পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান মীরা হালদারের বাড়িতে সিবিআই আধিকারিকরা পৌঁছন। তল্লাশি অভিযান চলতে থাকে। তার আমলে বেআইনি নিয়োগ হয়েছে অভিযোগ উঠেছে। উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম পুরসভাতেও হানা দিয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। এই পুরসভার পুরপ্রধান ছিলেন রথীন ঘোষ। মন্ত্রীর বাড়িতে আগেই সিবিআই আধিকারিকরা হানা দিয়েছিলেন। তার বাড়ি থেকে একাধিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। মধ্যমগ্রাম পুরসভায় বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। এই অভিযোগ আগেই উঠেছিল। সিবিআই আধিকারিকরা এর আগেও এই পুরসভায় জন্য গিয়েছিলেন তদন্তের জন্য।

এদিকে উলুবেড়িয়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অর্জুন সরকারের বাড়িতে সিবিআই অভিযান চলে। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়িতে তদন্তে যায় সিবিআইয়ের একটি দল। ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন। অর্জুন সরকারকে একটানা জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। এদিকে বাড়ির বাইরে মোতায়েন করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি পুরসভাতেও সিবিআই আধিকারিকরা তল্লাশি চালান।

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে রাজ্যের পুরসভায় বেআইনি নিয়োগে। অয়ন শীল গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই দুর্নীতি সামনে আসে। রাজ্যের শাসকদলের একাধিক নেতার নাম জড়াতে থাকে। তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সিবিআই স্ক্যানারে একাধিক পুরসভা রয়েছে। মাঝে এই দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে তেমন কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। গত সপ্তাহ থেকেই ফের তদন্তে গতি বাড়ায় সিবিআই। এমনই আঁচ মিলছে গত চার দিনের তদন্ত প্রক্রিয়ায়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

এতদ্বারা আমি আয়ুবআলি মন্ডল, পিতা প্রয়াত নুরবক্স মন্ডল, সাকিন- গ্রাম- বদ্ধর্নবেড়িয়া, পোঃ- বৈরামপুর, থানা- গোপালনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬২, এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস), বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা আদালতে ৪.১০.২০২৩ তারিখে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি মহঃ আয়ুব আলি মন্ডল এবং আয়ুবআলি মন্ডল এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I **SURAJIT PAL** S/O SWADESH KUMAR PAL, RESIDING AT-23. BAGANIYA PARA LANE, WARD NO-13, P.O. AND P.S-NABADWIP, DIST-NADIA. PIN-741302. THAT SAID **SURAJIT PAL AND SURAJIT PAUL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.** VIDE AFFIDAVIT BEFORE THE NOTARY PUBLIC, AT NABADWIP NADIA DATE-03/10/2023

CHANGE OF NAME

I **RUMA PAL** W/O SURAJIT PAL, RESIDING AT-23, BAGANIYA PARA LANE, WARD NO-13, P.O AND P.S--NABADWIP, DIST-NADIA, PIN-741302. THAT SAID **RUMA PAL AND RUMA PAUL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.** VIDE AFFIDAVIT BEFORE THE NOTARY PUBLIC. AT NABADWIP NADIA. DATE-03/10/2023

নাম-পদবী

01/09/2023 একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে আমি Md Hafizur Rahaman SK ও Md Hafizur Raham SK ও আমার পিতা Ehia SK ও Ehia Sekh উভয়ে একই ব্যক্তি হইলাম।

নাম পদবী

07/10/2023 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিটে আমি KALYAN CHAKRABORTY ও KALYAN KR CHAKRABORTY উভয়ে একই ব্যক্তি হইলাম।

নাম পদবী

গত 06/10/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 93 নং এফিডেভিট বলে Sumana Paul W/o. Tarun Pal ও Sumana Paul W/o. T. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 03/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5468 নং এফিডেভিট বলে আমি Ram Mondal & Ram Mandal S/o. Bipin Mondal ও আমার পুত্র Amit Mondal & Ashok Mondal S/o. Ram Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 14/09/22 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 2312 নং এফিডেভিট বলে Allarakha Mondal ও Sk Haniff S/o. Soleman Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 05/10/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 986 নং এফিডেভিট বলে আমি Habiba Begam & Habiba Bibi, আমার স্বামী Sk. Nijamuddin & Nijamuddin Sekh ও আমার কন্যা Najmin Sultana & Najnin Sultana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 26/09/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 36 নং এফিডেভিট বলে Ramesh Chandra Barik S/o. Dharani Dhar Barik ও Ramesh Ch. Barik S/o. D. Barik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 05/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15439 নং এফিডেভিট বলে আমি Kanchanmoni Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tushar Kanti Ghosh ও T. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পদবী

গত 05/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15438 নং এফিডেভিট বলে Provash Chandra Bhowmick S/o. Surendra Nath Bhowmick ও Provash Ch Bhowmick S/o. Lt. S. Bhowmick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 06/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15564 নং এফিডেভিট বলে Sunil Kumar Ghosh S/o. Krishna Chandra Ghosh ও Sunil Kr. Ghosh S/o. Lt. K. K. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 06/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15563 নং এফিডেভিট বলে Subhash Bhattacharya S/o. Shanti Ranjan Bhattacharya ও Subhas Bhattacharya S/o. S. R. Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 10/11/2022 নোটারী পাবলিক, Jangipur, Murshidabad, কোর্টে 18643 নং এফিডেভিট বলে আমি Priya Nandi Pal নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ayat Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম পদবী

গত 06/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15560 নং এফিডেভিট বলে Madanlal Seth S/o. Haridas Seth ও Madanlal Sheth S/o. H. Sheth সাং বাঁশবেড়িয়া, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল সৌরভ পাল পিতা ৺শচীন কুমার পাল, সাং- লিচুবাগান ব্যান্ডেল, হুগলী নিবাসীর পিতার একটি দলিল যাহা হুগলী জেলার শ্রীরামপুর এ, ডি, এস, আর অফিসে ১৯৯৫ সালে রেজিস্ট্রীকৃত ১ নং বহির, ৩১ নং ভল্যুমের পাতা ২৪৭ হইতে ২৬২ পাতায় লিপিবদ্ধ ১৪৭১ নম্বর অরিজিনাল দলিলখানি হারাইয়া যায়। এই মর্মে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে (কোলকাতা) - ইং ৬।১০। ২০২৩ তারিখে একটি নোটারী এফিডেভিট করা হয় এবং হুগলী জেলার চন্দননগর থানায় ইংরাজী ১।০৭।২০২৩ তারিখে ৩১/২৩ নং জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত দলিলটি যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকেন বা উক্ত দলিলের সম্পত্তির বিষয়ে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী উকিলবাবুর নিকট ফেরৎ দিবেন বা তথ্য প্রমাণ সহ যোগাযোগ করিবেন, নত বা সকল প্রকার আপত্তি বা দাবী দাওয়া অগ্রাহ্য হইবে।

তফশীল

প্রেমিসেস নং- 59, মৌজা চন্দননগর জে এল নং-1, শিট নং - 15, আর এস খতিঃ নং-483 এল আর খতিঃ নং- 716, আর এস প্লট নং-573 (P), এল আর প্লট নং- 900 চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

ধন্যবাদান্তে
তাপস কুমার মন্ডল
এ্যাডভোকেট
হুগলী জাজেস কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী,
মো: 9433151630

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট (সিভিল জজ) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া।

মিস (প্রোবেট) কেস নং- ১/২০২২

দরখাস্তকারী- শংকর সাহা পিতা ৺রণজিৎ কুমার দহা সাহা। সাং পোড়ামাতলা রোড, থানা ও পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগন কে জানান যাইতেছে যে দরখাস্তকারী শ্যাম সুন্দর সাহার ত্যক্ত উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। এক্ষনে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতের হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

তপশীল

জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ হোল্ডিং নং ১৮৩, পোড়ামাতলা রোড, ওয়ার্ড নং ১৩ নবদ্বীপ পৌরসভা। মৌজা- ২০, নবদ্বীপ।, খতিয়ান- আর এস ১৫২৫, এলআর-১২৬৫৯/১, দাগ নং- আরএস ৬৪২৫ এলআর-১১৭০৩, রকম- বাড়ী, পরিমান- ১.৮৫ শতক। আদালতের শীল মোহর যুক্তে এই নোটশ দেওয়া হইল।

আদালতের আদেশানুসারে
Ripan Majumder
সেরেস্তাদার।
Civil Judge (Jr. Divn.) Court
Nabadwip, Nadia,07.10.23

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ ই অক্টোবর। ২২ শে আশ্বিন, মঙ্গল বার, একাদশী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা বিংশোত্তোরী বুধের র মহাদশা। মৃতে একপদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি,গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন।যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে।এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নেই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান ,মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে ,হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে।পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে।আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি ,বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ ।দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী। মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভূক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

(জাতীয় ডাক দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার মত মশাবাহিত রোগের ওপর পাকাপাকি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে রাজ্য সরকার বছরভর অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। পুজোর পর এনিয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রকাশ করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যে ডেঙ্গু - ম্যালেরিয়া পরিস্থিতি পর্যালোচনায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আজ ১২৮টি পুরসভার সঙ্গে আলোচনায় বসছেন। বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ফের রাজ্যের সব দপ্তর ও জেলা কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

অসমর্থিত সূত্র অনুযায়ী, রাজ্যে মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। মৃতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে। আগেই জানা গিয়েছে, সংক্রমণ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ৬৮টি জায়গা থেকেই সবথেকে বেশি হচ্ছে। এইসব স্থান থেকেই ৯০ শতাংশ ডেঙ্গু রোগীদের সন্ধান মিলছে।

রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতির মাঝে ম্যালেরিয়ার আতঙ্কও দেখা দিয়েছে। কলকাতা-সহ একাধিক অঞ্চল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজনের আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছে। সব মিলিয়ে মশাবাহিত রোগের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে রাজ্যবাসী। প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হলেও সার্বিকভাবে পরিস্থিতি ইতিবাচক হয়নি। তাই আরও কড়া অবস্থান নিল নবান্ন।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পুজোর পর পর ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব কমাতে আরও একগুচ্ছ গাইডলাইন প্রকাশ করতে পারে রাজ্য প্রশাসন। আপাতত যে সব নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া আরও কিছু নিয়ম আনতে পারে সরকার। এর জন্য পুর দপ্তরের আধিকারিকদের ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। অসমর্থিত সূত্র অনুযায়ী, রাজ্যে মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। মৃতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে। আগেই জানা গিয়েছে, সংক্রমণ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ৬৮টি জায়গা থেকেই সবথেকে বেশি হচ্ছে। এইসব স্থান থেকেই ৯০ শতাংশ ডেঙ্গুরোগীদের সন্ধান মিলছে। কিছুদিন আগেই রাজ্যের ডেঙ্গুপরিস্থিতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। দাবি করা হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন পুরনিগম ও পুরসভাগুলি ডেঙ্গুপরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যর্থ, পঞ্চায়েতগুলির অবস্থা আরও খারাপ।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে ও খরচ কমাতে ২০০টি বৈদ্যুতিক গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহর কলকাতায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এবং খরচ কমাতে কলকাতা পুলিশের জন্য ২০০টি বৈদ্যুতিক গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই গাড়ি কেনার জন্য রাজ্যের অর্থ দপ্তর ৪০ কোটি টাকারও বেশি টাকা মঞ্জুর করেছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের কথা মাথায় রাখা হলেও বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারে জ্বালানী খরচেও অনেকটাই সাশ্রয় হচ্ছে বলে দেখা গিয়েছে। সেকারণে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এধরণের গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে কলকাতা পুলিশের হাতে ২০টি বৈদ্যুতিক গাড়ি রয়েছে। এই গাড়িগুলির চালাতে প্রতিদিন ১৫০ থেকে ২০০ টাকা খরচ হয়। যেখানে পেট্রল এবং ডিজেলের গাড়ি সারা দিন চললে খরচ হয় ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা। সেক্ষেত্রে প্রতিটি পেট্রোল বা ডিজেল গাড়ির যায়গায় বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহার করলে প্রতি মাসে ১ থেকে দেড় লক্ষ টাকার জ্বালানী সাশ্রয় হয়।

পুলিশ সূত্রের খবর, গাড়ি কেনার জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে পুলিশকর্তারাও জানার চেষ্টা করছেন, কোন ধরনের ইভি গাড়ির কিনলে বাহিনীর সুবিধা হতে পারে। গাড়িগুলি হাতে আসার পর তা বিভিন্ন বিভাগকে বণ্টন করা হবে। ট্র্যাফিক বিভাগেরও হাতে আসবে গাড়িগুলি। প্রথমে নিচুতলার পুলিশকর্মী থেকে সহকারী পুলিশ কমিশারের পদে থাকা কর্মচারীদের কাজের জন্য ইভি দেওয়া হবে। কলকাতা পুলিশের সব বিভাগ মিলিয়ে প্রায় চার হাজার গাড়ি রয়েছে। সবই পেট্রল এবং ডিজেলের। ধাপে ধাপে সেই গাড়িগুলিকে বয়স অনুযায়ী স্ক্র্যাপ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

সেজে উঠছে সল্টলেক এফডি ব্লকের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। *ছবি: অদিতি সাহা*

ডাক বিভাগের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি করতে পারবেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এখন থেকে তাদের পণ্য ভারতীয় ডাক বিভাগের মাধ্যমে রপ্তানি করতে পারবেন। কলকাতায় সোমবার আন্তর্জাতিক ডাক দিবস এবং জাতীয় ডাক সপ্তাহ পালন উপলক্ষে এক সাংবাদিক বৈঠকে পোস্টমাস্টার জেনারেল অনিল কুমার একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের প্রথমে তাদের পণ্য নিয়ে অনলাইনে বিজ্ঞাপন করে প্রচার করতে হবে। এরপর সেই পণ্য গ্রাহকের কাছে রপ্তানির ক্ষেত্রে ডাক বিভাগের মাধ্যমে তারা পাঠাতে পারবেন। বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিসের তুলনায় এই পরিষেবায় অনেক কম খরচে এবং সহজে রপ্তানি করা যাবে। শ্রী কুমার জানান, ডাক বিভাগের ডাক নিরিয়াৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে এই রপ্তানি হবে। সারাদেশে ইতিমধ্যে ৭০০টি ও রাজ্যে ৩০টি ডাক নিরিয়াৎ কেন্দ্র চালু হয়েছে। চলতি বছরের শেষে সারাদেশে এই সংখ্যা ১হাজার এবং রাজ্যে ৫০টি কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ডাকবিভাগের মাধ্যমে এখন গ্রাহকরা দেশের বিভিন্ন বিখ্যাত মন্দিরের প্রসাদ অনলাইনে কিনতে পারবেন।

শহরের যানগুলোকে নীল-সাদায় রাঙাতে পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি বাড়িগুলোকে নীল- সাদা রং দিয়ে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। এবার সেই ধাঁচেই শহর কলকাতার সরকারি যানবাহনগুলোকেও নীল সাদা রংয়ে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নিল রাজ্যের পরিবহন দপ্তর। পরিবহন দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কলকাতা শহরে সরকারি সমস্ত বাস এবং ট্রামকে নীল-সাদা রং দিয়ে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে।

উত্তর কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ পাত্র বিক্রেতা সমিতি আয়োজিত (মানিকতলা শাখা) রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন ৫০ জন। অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

‘বুট পুজো’-র মাধ্যমেই ৩০০ বছরের বেশি সময় ধরে মাতৃ আরাধনা মৌড়ির কুণ্ডুচৌধুরী পরিবারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ‘বুট পুজো’ নামটা শুনলে সনাতনীদের দুর্গাপুজার রীতি আচারের সঙ্গে অসামঞ্জস্য বলেই অনেকের মনে হয়। যদিও এই ‘বুট’ শব্দটি ইংরেজি শব্দ নয়, প্রকৃতপক্ষে এটা বোট শব্দের অপভ্রংশ হয়ে বুট হয়ে গেছে। আর এভাবেই শতকের পর শতক ধরে ‘বুট পূজার’ বিশেষ ঐতিহ্যকে আঁকড়ে বাঁচিয়ে রেখে প্রতি বছর শরৎকালে হাওড়ার মৌড়ির কুণ্ডুচৌধুরী বনেদি বাড়ির পরিবার মাতৃ আরাধনায় ব্রতী হন । এ বাড়িতে বছরে দু’বার দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। একবার শরৎকালে আর অপরটি বসন্তকালে বাসন্তীর আরাধনা হয়। যদিও পরিবারের ইতিহাস বলছে এই বাড়িতে বাসন্তী পুজো আগে থেকে শুরু হলেও শরৎকালের মাতৃ আরাধনার প্রাচীনত্ব ৩০০ বছরের।

আজ থেকে ৩০০ বছর আগে এই বংশের জমিদারি তালুক ছিল হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও দুই ২৪ পরগনায়। এত বড় তালুকের জমিদারির রক্ষনাবেক্ষনের জন্য সেই অতীতে জলপথই একমাত্র ভরসার স্থান ছিল। পাশপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাণিজ্যও করতে যেতেন এই জমিদার পরিবারের সদস্যরা। অতীতের সেই দুর্গম, বিপদসঙ্কুল নদীপথে নানা বিপদ ওত পেতে থাকতো। তাই বাণিজ্যে যাওয়া পরিবারের সদস্য ও নৌকার মঙ্গল কামনাতে সমস্ত বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে এই কুন্ডুচৌধুরী বাড়িতে শরৎ কালে দুর্গাপুজো শুরু হয় । আর সেই থেকে ৩০০ বছর ধরে আজও এই দুর্গাপূজাতে প্রাচীন নিয়ম , রীতি ও আচার মেনে দশমীর দিনেতে বোট পুজো করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত সময়ে নদীপথে বাণিজ্য বহু অতীতে বিলুপ্ত হলেও বোট পুজোর রেওয়াজ আজও অক্ষত রয়ে গেছে বংশ পরম্পরাতে।

বছরের বিভিন্ন সময়েই এই বাড়িতে সারাবছর ধরেই বিভিন্ন পুজো অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়। আর অতীতের সব নিয়ম, নীতি নিষ্ঠাভরে পালনের জন্য পুজো শুরুর থেকেই পরিবারের পূর্ব পুরুষেরা ‘অর্পণ নামা’য় সব পুজোর বিভিন্ন নিয়মবিধি উত্তরপুরুষের জন্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

এই পরিবারে দেবী মহিষামর্দিনী রূপে আসেন না। তিনি এখানে শান্তি দায়িনী হরগৌরী রূপেই বিরাজিতা। দেবী দুর্গার সঙ্গে থাকে সরস্বতী, লদী, গনেশ, কার্তিক। ষাঁড়ের উপর শিব, শিবের কোলে মা দুর্গা। থাকে না মহিষাসুর অথবা সিংহ।

উল্টোরথের দিনই পুজোর ঢাকে কাঠি পরে কুণ্ডুচৌধুরী বাড়িতে। শুরু হইয়ে যায় পুজোর প্রস্তুতি। নিষ্ঠার সঙ্গে ওই দিনই নিয়ম মেনে প্রতিমা তৈরির জন্য কাঠামোর বাঁশ কাটা হয়। আর মহালয়ের পরদিন প্রতিপদ থেকে পুজোর প্রতিটি দিনেই নিয়ম করে চণ্ডীপাঠ করা হয়। বাড়ির একতলার ঠাকুরঘর লদী জনার্দনের কাছে পঞ্চমী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চমী পুজো। ষষ্ঠীতে বেলতলাতে পুজোর মাধ্যমে বোধন সম্পন্ন হয়। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত চার দিন নির্দেশিত পারিবারিক রীতি-নীতি মেনে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কুণ্ডুচৌধুরী বাড়ির পুজো বৈষ্ণব মতে সম্পন্ন হয় তাই কোনো নিরীহ পশুর বলি সম্পন্ন হয় না। যদিও পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী বাতাবি লেবু বলি হলেও তা প্রকাশ্যে করা হয় না। পুজোর একটি নির্দিষ্ট দিনে হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসে বাড়িতে। অষ্টমীতে পরিবারের বিবাহিত মহিলাদের দ্বারা ধুনো পোড়ানোর আচার সম্পন্ন হয়। আর নবমীর সন্ধ্যা থেকে শুধুমাত্র পরিবারের বিবাহিত মহিলারাই কাঠের একটি প্রতীকী নৌকোকে কয়েন, কড়ি, সিঁদুর, নতুন গামছা দিয়ে সাজিয়ে বিশেষ স্থানে রেখে দেয়। আর দশমীর দিন তার পুজোর পর পুনরায় ঠাকুর ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেওয়া হয়। ফের কয়েক ছয়েক বাদে বাসন্তী পুজোর নবমীর দিন প্রতীকী নৌকোটি বের করে সাজানো হয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১০ অক্টোবর ২১ আশ্বিন, ১৪৩০, মঙ্গলবার

আরজি করে অধ্যক্ষ পদে ফিরলেন সন্দীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারিভাবে বদলির নির্দেশ জারি করার পরও আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে ফিরলেন সন্দীপ ঘোষ। অন্য দিকে আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরলেন শান্তনু সেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ সফরে যাওয়ার আগে অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বদলি নির্দেশিকা জারি হয়। কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হন মানস বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সন্দীপ ঘোষের বদলির নির্দেশিকার বদল চেয়ে আন্দোলনে নামেন সন্দীপ-অনুগামী পড়ুয়ারা। নতুন অধ্যক্ষ কার্যালয়ে ঢুকতে বাধা দেন সন্দীপ ঘোষ পন্থী পড়ুয়ারা। তাঁদের দাবি ছিল, মুখ্যমন্ত্রী ফিরলে এ বিষয়ে কথা হবে। এই আশ্বাসে তোলা হয় সে আন্দোলন।

এরপর সোমবার একটি নির্দেশিকা জারি করে স্বাস্থ্যভবন। সেখানে বলা হয় যে, আরজি করের প্রিন্সিপাল হিসাবে আনা হল সন্দীপ ঘোষকে। অন্য দিকে মানস বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরলেন বারাসত মেডিক্যাল কলেজে। পাশাপাশি বদলি করা হয়েছে আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শান্তনু সেনকে। নতুন চেয়ারম্যান হলেন সুদীপ্ত রায়। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যভবনই নির্দেশিকা জারি করে সন্দীপ ঘোষকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রফেসর হিসাবে পাঠিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, আরজি করের অধ্যক্ষ বদল নিয়ে এর আগেও কম জলঘোলা হয়নি। গত এক বছর ধরে এই সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। চিকিৎসার সরঞ্জাম কেনা, চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ থেকে হাসপাতালের পরিকাঠামো সংক্রান্ত নানা বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। যদিও কোনওদিনই সন্দীপ ঘোষ সেসব অভিযোগ মানতে চাননি।

বেআইনিভাবে ভর্তি! যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল কলেজে ৫ ছাত্রের ঢোকায় জারি নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল কলেজের ক্ষেত্রে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রাক্তন পাঁচ ছাত্র-ছাত্রীকে আগামী ৬ মাস কলেজে ঢোকার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। মূল মামলাটি ছিল যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও মানিক ভট্টাচার্যকে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল' কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ। কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলা হয়। মামলা ওঠে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে।

সেই মামলার শুনানি পর্বেই, বিচারপতি যোগ্যতা না থাকায় গত সপ্তাহে বর্তমান অধ্যক্ষ সুনন্দা গোয়েঙ্কাকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি এক অধ্যাপককে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মামলাকারী প্রাক্তন পাঁচ পড়ুয়ার বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেন। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, সুনন্দা গোয়েঙ্কার মদতে এই পাঁচ জন বেআইনিভাবে ছাত্র ভর্তি করেন। সেই মামলায় এদিন চারু মার্কেট থানাকে আদালত নির্দেশ দেয়, আগামী ৬ মাস তাঁরা কেউ যেন কলেজের ত্রিসীমানায় না ঢুকতে পারেন।

এই পাঁচ জনের তালিকায় আছে মহম্মদ সাবির আলি। যিনি যোগেশ চন্দ্র ডে কলেজের ছাত্র ছিলেন। এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন আরও চার জন। অন্য দিকে একক বেঞ্চ নির্দেশে এদিন যোগেশ চন্দ্র ল' কলেজের নতুন টিচার ইনচার্জ করা হয় প্রফেসর মাজুল হককে। আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। অধ্যক্ষের ঘরের সিল হওয়া তালা খোলার সময় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুনন্দা গোয়েঙ্কাকেও উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয় আদালত। সঙ্গে উপস্থিত থাকতে হবে আদালত নিযুক্ত স্পেশাল অফিসারকেও। এছাড়াও আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দায়িত্ব সামলাবেন স্পেশাল অফিসার।

যোগেশ চন্দ্র ল কলেজ মামলা থেকে সরে দাঁড়াল ডিভিশন বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যোগেশ চন্দ্র ল কলেজের মামলা থেকে সরে দাঁড়াল ডিভিশন বেঞ্চ। সিঙ্গল বেঞ্চের সমস্ত নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয় বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে। এরপর সোমবার শুনানির জন্য মামলা ডিভিশন বেঞ্চে উঠতে ব্যক্তিগত কারণে মামলা থেকে সরে দাঁড়ায় ডিভিশন বেঞ্চ। এবার ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণে তৈরি হল নতুন বিতর্ক।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অপসারিত কলেজর অধ্যক্ষ সুনন্দা গোয়েঙ্কা, অধ্যাপক অচিনা কুণ্ডু এবং অভিযুক্ত ছাত্ররা। তবে এদিন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ায় ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, নতুন বেঞ্চ নির্দিষ্ট করার জন্য প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এরপর বেলা ১ টার সময় ফের মামলার নম্বর দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ-এর নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

আগে, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল কলেজের অধ্যক্ষ সুনন্দা ভট্টাচার্য গোয়েঙ্কাকে পদ থেকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ সহ আরও এক অধ্যাপক যাতে কলেজে আর না ঢুকতে পারেন এবং তাঁদের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসির নিয়ম অনুযায়ী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হননি বলে অভিযোগ করা হয়। উল্লেখ্য, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতির মানিক ভট্টাচার্যর নিয়োগ নিয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছিল হাইকোর্টে। এমনকি, কলেজে কয়েকজন বহিরাগতকে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়। সেইসব ছাত্রদের সোমবার হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সোমবার ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন অভিযুক্ত ছাত্ররাও।

প্রসঙ্গত, সাধারণত, ইউজিসির নিয়ম অনুযায়ী কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, সংশ্লিষ্ট পদ অনুযায়ী তাঁদের ইউজিসির নির্ধারিত যোগ্যতা ছিল না। সেই কারণেই তাঁদের বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রভাব খাটিয়ে তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ জানান হয়।

ডেঙ্গু সচেতনতায় পথে নামল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্য জুড়ে ক্রমশ থাবা বসাচ্ছে ডেঙ্গু। এবার ডেঙ্গু প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পথে নামল স্কুল পড়ুয়ারা। সোমবার কাঁকিনাড়ার রথতলা ফিঙ্গাপাড়া গার্লস হাইস্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের উদ্যোগে ডেঙ্গু সচেতনতায় বর্ণাঢ্য রালি করা হয়। স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে অন্নদা ব্যানার্জি রোড ধরে শীতলা মন্দিরের কাছে শেষ হয় মিছিল। পোস্টার হাতে নিয়ে মশা প্রতিরোধের সামগ্রী-সহ কন্যাশ্রীরা জনসাধারণের মধ্যে এদিন ডেঙ্গু সচেতনতায় প্রচার চালায়। কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যরা ছাড়াও হাজির ছিলেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা রুমা সাহা, কন্যাশ্রীর নোডাল শিক্ষিকা শ্রীলা ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য শিক্ষিকা ও কর্মচারীরা।

পুজোর থিমে সবুজায়নের বার্তা শ্যামনগরের ব্যানার্জি পাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উন্নয়নের নামে চারিদিকে চলছে বৃক্ষছেদন। আর গাছ কেটে গড়ে উঠছে বড় বড় অট্টালিকা। বৃক্ষছেদনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দিতে পুজোর থিম ভাবনা 'সবুজায়ন'। উত্তর শহরতলির শ্যামনগর ব্যানার্জি পাড়া বটতলা সম্মিলিত যুবক বৃন্দের ৫৪ তম বর্ষের ভাবনা ' সবুজের আশীর্বাদ'। কয়েকটাদিন অবিরাম বৃষ্টির জেরে মণ্ডপ তৈরির কাজ থমকে গিয়েছিল। এবার জোরকদমে চলছে কাজ। সুন্দরবন থেকে আগত শিল্পীরা সবুজায়নের ভাবনা তুলে ধরতে মরিয়া প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিল্পী শুভেন্দু দলুই বলেন, মণ্ডপের ভেতরে সবুজায়নের লক্ষে কাশফুল থেকে শুরু করে ঘাস, গাছ-গাছালির সম্ভার থাকছে। তাছাড়া ফোমের রঙিন কারুকার্যও থাকছে। মণ্ডপের বাইরে থাকছে বৃক্ষছেদনের ক্ষতিকারকের দিকগুলো। গাছ কাটার জন্য যেমন দূষণ বাড়ছে। তেমনই পরিবেশে অক্সিজেনের যোগানও কমছে। তাই মণ্ডপের বাইরে স্থান পেয়েছে বিশালাকার এক রাক্ষস। শিল্পীরা রাক্ষসকে দিয়ে বোঝাতে চাইছেন, বৃক্ষছেদন নামক 'রাক্ষস' কী ভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রকৃতিকে যাতে রাক্ষস গ্রাস করতে না পারে। সেদিকেই নজর থাকছে শিল্পী ও পুজো উদ্যোক্তদের। মন্ডপ জুড়ে থাকছে, একটি গাছ একটি প্রাণ স্লোগানও। পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে প্রকৃতিকে একমাত্র রক্ষা করতে পারে সবুজায়ন। সেদিকে নজর রেখেই এবার দর্শকদের অভিনব থিম উপহার দিতে চলেছে তুলে শ্যামনগর ব্যানার্জি পাড়ার সম্মিলিত যুবকবৃন্দ। পুজো কমিটির সম্পাদক সুজয় দাস বলেন, 'মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রতিমা গড়া হচ্ছে। এলাকার অসহায় মানুষজনকে তারা পুজোয় নতুনবস্ত্রও উপহার দেবেন।'

এবার পুজোতে ব্যবহার করা যাবে না লেজার লাইট, নির্দেশিকা বিধাননগর কমিশনারেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোয় বিধাননগর কমিশনারেট এলাকায় লেজার লাইট কোনও ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না বলে জানাল কমিশনারেট। কারণ, লেজার লাইটের কারণে বিমান চালকদের দিকনির্ণয়ে সমস্যা হয়। ২০২১ সালে শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের বুর্জ খলিফা মণ্ডপে ব্যবহার করা হয়েছিল লেজার লাইট। এরর ফলে দমদম বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা করতে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছিল বিমানচালকদের।

এরপরই বুর্জ খলিফার লেজার লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতো কিছুর পরও লেজারের ব্যবহার থামেনি বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে সম্প্রতি একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে বিধাননগর কমিশনারেটে। গত বছরও পুজোর সময়ে বেশ কয়েকজন পাইলট লেজার লাইট নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয় ওই চিঠিতে।

এদিকে কলকাতা বিমানবন্দরের এক কর্তার বক্তব্য, 'বিমান ওঠানামার সময়ে আশপাশে লেজার লাইট ব্যবহার করা হলে চালকের মনসংযোগ বিঘ্নিত হয়। নির্দিষ্ট রুট খুঁজে পেতে দেরি হয়। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।' তাই এয়ারপোর্ট অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টারের কর্তারা চাইছেন, আগে থেকেই এ ক্ষেত্রে সতর্ক হোক পুলিশ।

এ প্রসঙ্গে বিধাননগর কমিশনারেটের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, 'সব পুজো কমিটিকেই সতর্ক করা হয়েছে। আমাদের নজরদারি থাকবে।'

স্কুলের জমি ঘেরা ঘিরে গন্ডগোল নৈহাটির হাজিনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্কুলের জমি ঘেরা নিয়ে গন্ডগোল বাঁধল নৈহাটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হাজিনগর ঈশাক সর্দার রোড এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাজিনগর উর্দু মিডিয়াম জুনিয়র হাইস্কুল লাগোয়া সাতটি পরিবার বহু বছর ধরেই ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছেন। এমনকী জমির মালকিন হাজিরা বিবিকে তাঁরা ভাড়াও দিতেন। কিন্তু অনেক বছর আগেই হাজিরা বিবি মারা গিয়েছেন। স্কুল কমিটির দাবি, আড়াই খানা ঘর স্কুলের জমিতে রয়েছে। কিন্তু স্কুলের বাউন্ডারি করতে বাসিন্দারা বাধা দিচ্ছেন।

যদিও বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্কুলের পাঁচিল তুলে তাদেরকে উচ্ছেদ করার ফন্দি এঁটেছেন ঠিকাদার ও তার লোকজন। পাঁচিল তুলতে বাধা দেওয়ায় রবিবার রাতে তাদেরকে হুমকি ও ভয় দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। তাদের আরও অভিযোগ, ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। প্রতিকার চেয়ে এই বাসিন্দারা নৈহাটি থানার দারস্থ হয়েছেন। যদিও স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর মনোহারা বেগমের দাবি, জমির মালিক ওই জায়গাটি স্কুলকে দান করে দিয়েছেন। স্কুলের নিজস্ব জমিতে পাঁচিল দিচ্ছে। কিন্তু বাসিন্দারা কাজে বাধা দিচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে। স্কুলের কাজে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। ওদের পুনর্বাসনের চিন্তা-ভাবনাও করা হচ্ছে। ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি জাহিদ হোসেন বলেন, স্কুলের জমির মধ্যে আড়াই খানা ঘর পড়েছে। কারও অভিযোগ থাকলে প্রশাসনের দ্বারস্থ হোক। কিন্তু অযথা কেন স্কুলের কাজে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। তার কথায়, ওই তিনটি পরিবারের কথাও ভাবা হচ্ছে।

আবোল তাবোল-এর শতবর্ষে স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জানাতে সুকুমারময় জগৎ সৃষ্টি নবীন পল্লির

শুভাশিস বিশ্বাস

'বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিলো, ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি অমনি রুমালটা বললো, 'ম্যাও!' কি আপদ! রুমালটা ম্যাও করে কেন?' গল্পের এই অংশ বা 'আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা, স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়, আয়রে পাগল আবোল তাবোল, মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়,' ছড়ার এই লাইনগুলো পড়লে আপনার যার কথা মনে পড়বে তিনি আর কেউ নন, সুকুমার রায়।

যিনি একাধারে লেখক, ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক, রম্যরচনাকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সম্পাদক। তিনি বাংলাসাহিত্যের জনপ্রিয়তম শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। বাঙালি শিশুসাহিত্যিক ও ভারতীয় সাহিত্যে 'ননসেন্স রাইম'-এর প্রবর্তক। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অনন্য প্রকাশ ননসেন্স ছড়াগুলোতে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও সুকুমার রায়ের কবিতার অন্তত দু-চার লাইন অথবা 'হযবরল'-র সঙ্গে পরিচয় ছিল না এমন লোকের সংখ্যা খুব কমই ছিল। সে তুলনায় এখনকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুকুমার রায় ও তাঁর লেখার সঙ্গে কতটা পরিচিত তা বলা কঠিন। তবে একেবারে যে জানে না তা নয়। তবে সামগ্রিক ভাবে বাঙালির বই পড়ার অভ্যাস কমায় এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অনেকেই চিরকালীন এইসব ছড়ার সঙ্গে পরিচিত নয়।

এই সুকুমার রায়ের সৃষ্ট আবোল তাবোল ২০২৩-এ নিঃশব্দে পা রাখল তার শতবর্ষে। শুধু তাই নয়, আবোল তাবোলের সঙ্গে এই বছরটি সুকুমারের মৃত্যু শতবার্ষিকীও বটে। কারণ, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দেরই ১০ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন সুকুমার রায়। তাঁর মৃত্যুর ঠিক ৯ দিন পরেই প্রথম প্রকাশিত হয় আবোল তাবোল। অর্থাৎ নিজের এই কালজয়ী সৃষ্টিকে গ্রন্থাকারে দেখে যেতে পারেননি তিনি। সেক্ষেত্রে ২০২৩ যেমন আবোল তাবোলের ১০০ বছর, তেমনই সুকুমার রায়ের প্রয়াণেরও শতবর্ষ। তাই ৯০ তম বর্ষে শুধু আবোল তাবোল সৃষ্টির ১০০ বছর উদযাপনই নয়, থিমের মধ্যে দিয়ে স্রষ্টাকেও স্মরণ করছে হাতিবাগান নবীন পল্লি। সঙ্গে বার্তা, বঙ্গ সাহিত্যে সুকুমার রায় সবসময়ই প্রাসঙ্গিক।

থিম 'আবোল তাবোল'-এর দৌলতে গোটা পাড়া তথা এলাকাটিকেই থিম বানিয়ে ফেলেছেন পুজো উদ্যোক্তারা। কারণ, এরজন্য এলাকার ১২টি বাড়ি রং হয়েছে থিম অনুযায়ী। যা একনজরে দেখলে মনে হবে ঠিক যেন আবোল তাবোলেরই প্রচ্ছদ। 'আবোল তাবোল'-এর বিভিন্ন চরিত্রেরা ছবি বইয়ের পাতা থেকে সোজা উঠে এসেছে মণ্ডপসজ্জায়।

১৯২৩ সালে যে ছাপাখানায় প্রথম ছাপা হয় 'আবোল তাবোল' সেই 'ইউ রে অ্যান্ড সন্স'-এর আদলেই তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। থিমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিমার রূপদান করছেন টোটোন সূত্রধর। এদিকে প্যান্ডেলের পাশাপাশি অনির্বাণ দাসের রং তুলিতে সেজে উঠেছে নবীন পল্লি। আর আলো-আঁধারির খেলায় 'আবোল তাবোল'বাস্তবে নামিয়ে আনবেন আলোকশিল্পী প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী। পরিকল্পনা আছে, লাইট-সাউন্ডের মাধ্যমে সুকুমার-পৃথিবীকে ভাস্বর করে তোলার। এবারের পুজোয় হাতিবাগান নবীন পল্লিতে পুজো মণ্ডপ পা রাখলেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবোল তাবোল এর চরিত্ররা ঘুরবে দর্শনার্থীদের আশেপাশেই। এই সুকুমারময় জগতে কিছুটা সময় কাটালে দেখা মিলবে লাইভ হাঁসজারু কিংবা হুঁকো মুখো হ্যাংলারও। এসব মনে নিখাদ হাস্যরসের সঞ্চার যেমন ঘটাবে ঠিক তেমনই অন্তরের গভীরে হয়তো এটাও অনুভব করাবে এই প্রজন্মের শিশুরা কী ভাবে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলার সাহিত্য রস থেকে।

এখানেই শেষ নয়, পুজোয় সময় যে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে, সেখানেও আবোল তাবোলের কয়েকটি কবিতাকে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হবে বলেও জানান পুজো উদ্যোক্তারা। যার দায়িত্বে থাকছেন এলাকার ছেলেমেয়েরাই। এরই পাশাপাশি এই পুজো উপলক্ষে 'ননসেন্স ক্লাব'টিকেও রিক্রিয়েট করছেন নবীন পল্লির মহিলা সদস্যরা।

২০২৩ এর পুজোর গোটা আয়োজনে বাজেট ২৫ লাখ টাকা। মেগা বাজেটের পুজো না হলেও আয়োজকদের আশা, সামগ্রিক এই পুজোর আয়োজন শহর কলকাতার অন্য যে কোনও পুজোর থেকে এক আলাদা উচ্চতায় পৌঁছে দেবে নবীন পল্লিকে। কারণ, এর আগে বাঙালির দুর্গাপুজোর সঙ্গে সুকুমার-বন্ধন তেমন নজরে আসেনি। একইসঙ্গে উদ্যোক্তাদের আশা, এই সুকুমার-সেলিব্রেশন শুধু পুজোর পরিধিতে যেন আটকে না থেকে হয়ে ওঠে নতুন প্রজন্মের বাঙালির কাছে সুকুমার-হাতেখড়ি। আলো-ছায়ার মায়ায় সুকুমারীয়-ভুবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যদি কেউ বাড়ি ফিরে 'আবোল তাবোল'-এর পাতা ওলটায় সেটাই তো পরম প্রাপ্তি পুজো উদ্যোক্তাদের। আর শৈশব ফুরিয়ে গেলেও সুকুমার যে ফুরোন না। সেই কারণেই একশো বছর পেরিয়েও 'আবোল তাবোল' বাঙালি সাংস্কৃতিক মানচিত্রে শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, অনিবার্য দিকচিহ্ন হয়েই থেকে গেছে। এই সব মিলিয়ে বাঙালির পুজো এবার হয়ে উঠুক 'সুকুমার-উৎসব'। এখানে আরও একটা ব্যাপার উল্লেখ করতেই হয়। তা হল, 'আবোল তাবোল' প্রকাশের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল, 'ছেলেমেয়েদের পূজার উপহারের এমন বই আর নাই।' নবীন পল্লির ৯০ বছরে পুজোর উপহার হয়েই ফের যেন ফিরে এল 'আবোল তাবোল'।

ট্রাকের ধাক্কায় তরুণীর মৃত্যু, সাতসকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিয়ের পাকাকথা চূড়ান্ত হয়েছিল। নতুন বছরের গোড়াতেই বিয়ের দিনক্ষণ স্থির হবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর আগেই মার্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তরুণীর। সোমবার সকালে জগদ্দল থানার শ্যামনগর ফিডার রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। শ্যামনগরে ট্রেন ধরতে যাওয়ার সময় রাস্তায় মিনি ট্রাকের ধাক্কায় সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম সুপ্রিয়া কুর্মি (২২)। জগদ্দল থানার গারুলিয়া পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর বিবেকানন্দগড়ে ওই তরুণী ভাড়া থাকতেন। মৃতার বাবা রামাশঙ্কর কুর্মী পেশায় মার্বেল মিস্ত্রি। মৃত তরুণী কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মচারী ছিলেন। নিত্যদিন শ্যামনগর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে তরুণী কর্মস্থলে যেতেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছিলেন ওই তরুণী। সাইকেল চালিয়ে শ্যামনগর স্টেশনে ট্রেন ধরতে যাবার সময় ফিডার রোডে নব আপ্যায়ন মিষ্টির দোকানের সামনে পিছন থেকে একটি বালি বোঝাই মিনি ট্রাক সজোরে সাইকেলে ধাক্কা মারে। সাইকেল থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান ওই তরুণী। স্থানীয়রা ছুটে এসে তৎক্ষনাৎ ওকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় শ্যামনগর ফিডার রোডে। উত্তেজিত জনতা ট্রাক-সহ চালককে আটকে রাখেন। জগদ্দল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক ট্রাক-সহ চালককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। মৃতার খুড়তুতো দাদা রতন কুর্মী জানান, বোন সাইকেল চালিয়ে কাজে যাচ্ছিল। পিছন থেকে দ্রুতবেগে একটি বালি বোঝাই মিনি ট্রাক ধাক্কা মারলে বোনের মৃত্যু হয়। রতনের দাবি, বোনের বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। নতুন বছরের প্রথম দিকেই ওঁর বিয়ে হবার কথা ছিল। কিন্তু স্বপ্ন পূরণের আগেই বোন সকলকে ছেড়ে চলে গেল।

সম্পাদকীয়

সুনীতি আর দুর্নীতির মধ্যে দূরত্ব কতটা?

নীতি থেকে দুর্নীতির দূরত্ব কতটা? নীতির সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক না আইনের সম্পর্ক কি ঘনিষ্ঠ? বলা বাহুল্য, এমন পরিস্থিতি সহজে ঘটে না যখন আইনবিরোধী কাজ নৈতিকতা বিরোধী নয়। কিন্তু পরাধীন ভারতে গান্ধীজি যে 'আইন অমান্য আন্দোলন' করেছিলেন, বা এখনও যখন সরকারের বিরোধী দলগুলি কোনও সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তখন আইন অমান্য করাই দস্তুর। এই আইন অমান্য করাকে আমরা কি নৈতিকতার বিরোধী বলতে পারি? এই আইন-ভাঙা আন্দোলনকে অনৈতিক মনে করা হয় না, তার কারণ এইসব আন্দোলন করা হয় দেশ বা সমাজের কল্যাণের স্বার্থে, অন্তত সেটাই আন্দোলনকারীদের ঘোষিত দাবি। কারও ব্যক্তি বা কোনও গোষ্ঠীস্বার্থে এই আমান্য করা হয় না। কিন্তু 'সুনীতি' শব্দটিতে নৈতিকতার অনুষঙ্গ নেই। যা নৈতিক তার সদর্থ স্বতঃসিদ্ধ। 'সুনীতি'-র অর্থ ইংরেজিতে বললে বোঝায় 'পলিসি'। ছেলেবেলা অনেক দোকানে দেখতাম একটা কার্ডবোর্ডে লেখা থাকত, 'অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি', অর্থাৎ সততা একটা চারিত্রিক গুণ নয়, বাণিজ্যনীতি! এই নীতি অনুসরণ করে ব্যবসা যদি বাড়ে ও লাভজনক হয়,খদ্দের আকৃষ্ট করা যায়, তবে এই পলিসি আর পরিবর্তনের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু কদাচ এমন বাণিজ্যে লক্ষ্মী বসত করেন। বাণিজ্যে অনেক অপ্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতি থাকে। সেসব কাটিয়ে উঠতে যে বাণিজ্যনীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তাতে নৈতিকতা রক্ষার চেয়ে আইনরক্ষাই প্রধান বিবেচ্য। এবং অনেক সময় দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। একজন মিষ্টির দোকানের মালিক বলেছিলেন, এক মন চিনির রসে দুটো আরশোলা সারারাত সুখসায়রে সাঁতার কেটে মরে পড়ে আছে। এখন সকালে দোকানে এসে সেই দৃশ্য দেখে আমি কী করব? এক মন চিনির রসটা ফেলে দেব, না আরশোলা দুটো ফেলে দেব?

শাশ্বত কথা

সরলতা ও বিশ্বাস

সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না। বিষয় -বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানারকম অহঙ্কার এসে পড়ে--পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারী--এ-সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।
দেখছ না, ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ- শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল। লোকে বলে, আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ। বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায় সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক-পাতা, খোসা, ভুষি, যা দাও, গব্ গব্ করে খায়,সে গরু হুড় হুড়করে দুধ দেয়।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

রেখা

১৯২৪ বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় বলবীর সিং (সিনিয়ারের) জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রেখার জন্মদিন।
১৯৮৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা যশ দাশগুপ্তের জন্মদিন।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনই এবার জিতিয়ে দিল চিকিৎসার নোবেল

ড. গৌতম সরকার

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও শারীরবিদ্যা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে পুরস্কার দানের মধ্যে দিয়ে নোবেল পুরস্কার পর্ব শুরু হল, পুরস্কার পেলেন হাঙ্গেরির কাতালিন কারিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড্রু ওয়াইসম্যান। সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের পঞ্চাশ জন অধ্যাপক নিয়ে গঠিত নোবেল অ্যাসেম্বলির তরফ থেকে বলা হয়েছে, 'নিউক্লিওসাইড বেস পরিবর্তন সংক্রান্ত এই দুই বিজ্ঞানীর গবেষণা কোভিড মহামারীর সময় ব্যাপক হারে ভ্যাকসিন তৈরি করতে সাহায্য করেছে। তাঁদের যুগান্তকারী গবেষণা কোটি কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে। সেই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কার।'

একসময় করোনা মহামারীর দাপটে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান। তীব্র আতঙ্কে ঘরবন্দী জীবন কাটাচ্ছিলেন তামাম বিশ্বের মানুষজন। সেইসময় দরকার ছিল জরুরীকালীন ভিত্তিতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বহুল পরিমানে প্রতিষেধক ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা। সঠিক সময়ে ঠিক এই কাজটি করতে সর্বান্তকরণে সাহায্য করেছে কারিকো আর ওয়াইসম্যান সৃষ্ট তত্ত্ব, যেটি একটি জনপ্রিয় সায়েন্স জার্নালে ২০০৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁদের এই তত্ত্ব সেইসময় বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

কাতালিন ১৭ জানুয়ারি ১৯৫৫ সালে হাঙ্গেরির সলনক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এই হাঙ্গেরিয়ান-মার্কিন এই প্রাণরসায়নবিদ আরএনএ সম্পর্কিত জীববিদ্যার একজন বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পেরেলম্যান স্কুল অফ মেডিসিন'-এর সহযোগী অধ্যাপক। একই সাথে তিনি হাঙ্গেরির একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা কাজে যুক্ত আছেন। অন্যদিকে তাঁর থেকে চার বছরের জুনিয়র মার্কিন বিজ্ঞানী ড্রু ওয়াইসম্যান ১৯৫৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আমেরিকার লেক্সিংটন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাকসিন গবেষণার 'রবার্টস ফ্যামিলি প্রফেসর' এবং পেন ইনস্টিটিউট ফর আরএনএ ইনোভেশনের ডিরেক্টর।

আমাদের দেহকোষে ডিএনএ-র মধ্যে রক্ষিত জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলি মেসেঞ্জার আরএনএ-তে সংবাহিত হয়, যেগুলি দেহে প্রোটিন উৎপাদনে টেমপ্লেট হিসাবে কাজ করে। আশির দশকে বিজ্ঞানীরা একটি উন্নত উপায়ে (কোষ পরীক্ষা ছাড়াই) এমআরএনএ আবিষ্কারের পদ্ধতির খোঁজ পান, যেটি 'ইন-ভিট্রো-ট্রান্সক্রিপশন' নামে পরিচিত। এরপর ধীরে ধীরে এমআরএনএ প্রযুক্তিকে ভ্যাকসিন এবং বিভিন্ন থেরাপিউটিক প্রয়োজনে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা কাজ শুরু করেন। তবে শুরুতেই তাঁরা একটি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। ইন ভিট্রো পদ্ধতিতে সৃষ্ট এমআরএনএ স্বভাবগতভাবে অস্থির এবং এটি ব্যবহারের জন্য উন্নত পর্যায়ের লিপিড সিস্টেম প্রয়োজন যেটি আরএনএ-কে সঠিক সংরক্ষণ দেবে। এছাড়া আমাদের দেহের ডেনড্রাইটিক কোষগুলি এই আরএনএগুলিকে বাইরের শক্তি ভেবে প্রতিরোধ স্বরূপ শরীরে একটি দহন জ্বালা সৃষ্টি করে। এর ফলে এমআরএন-এ প্রযুক্তিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে কাজে লাগানোর চেষ্টায় ভাটার টান লক্ষ্য করা যায়।

সুখের কথা এই প্রতিবন্ধকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নব্বই দশকে এমআরএনএ নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছিলেন পেনসিলভ্যানিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কাতালিন কারিকো। এই সাধনায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা। পরবর্তীতে তিনি সঙ্গে পেলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করা ড্রু ওয়াইসম্যানকে, যিনি একজন বিশেষজ্ঞ ইমিউনোলজিস্ট। ওয়াইসম্যানের কাজের মাধ্যম ছিল ডেনড্রাইটিক সেল। উক্ত কোষগুলি শরীরের স্বাভাবিক এবং ভ্যাকসিন সৃষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। কয়েকদিনের মধ্যেই কারিকো এবং ওয়াইজম্যান যৌথভাবে মানব শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে এমআরএনএ-এর সঠিক সম্পর্কের অন্বেষণে একের পর এক তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন।

পদ্ধতিগতভাবে ভ্যাকসিনের মধ্যে দিয়ে মানব শরীরে মৃত বা কমজোরি ভাইরাসের প্রবেশ করানো হয়, এর ফলে মানব শরীরে সেই ভাইরাসের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। পরবর্তীতে যখন শরীরে রোগের আসল ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে তখন ভ্যাকসিন সৃষ্ট অ্যান্টিবডি তার বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে পুরো ভাইরাসের জায়গায় একটি অংশ শরীরে প্রবেশ করলেই প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ব্যাপক হারে ভ্যাকসিন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সঠিক কোষ কালচারের প্রয়োজন। এটি করার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট সময়। কোভিড-১৯ প্যান্ডেমিকের সময় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সময়। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া এই অতিমারীর হাত থেকে মানবজাতিকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপক হারে করোনা প্রতিষেধক ভ্যাকসিন সৃষ্টি। ঠিক এই কাজটিরই দিশা পাওয়া গেছে ২০০৫ সালে প্রকাশিত কারিকো এবং ওয়াইম্যানের গবেষনা পত্রে। এমআরএনএ প্রযুক্তির উপর কাজ শুধু ২০০৫ সালেই নয়, ২০০৮ এবং ২০১০ সালের এই কাজের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁদের এই কাজ ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ বর্ষিত হয়েছে করোনাক্রান্ত মানবসমাজের কল্যাণে।

ছোটবেলায় পড়েছিলাম বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ? যত বড় হয়েছি হিংসা, পাপ, জিঘাংসা, লোভ, যুদ্ধ, পারমাণবিক বোমাবাজি দেখতে দেখতে ভুলতে বসেছিলাম বিজ্ঞানের ভালো দিকটার কথা। কোভিড-১৯ সেই মানবিক দিকটি উন্মোচন করে ঋণী করে গেল।

লেখক: অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক
তথ্যঋণ: সংবাদপত্র
চিত্রঋণ: ইন্টারনেট

দুর্গাপূজার সেকাল একাল

চণ্ডীচরণ দাস

শ্রাবনধারা একটু কমতে না কমতেই হুজুগে বাঙালী দিন গুনতে থাকে দুর্গাপূজার, পরিকল্পনা করতে থাকে কার কার জন্যে নতুন জামাকাপড় কিনতে হবে, কোথায় কোথায় ঠাকুর দেখতে যাবে। খোঁজ নিতে থাকে এবছর কোন পূজামণ্ডপ কী থিমের উপরে তৈরী হচ্ছে, আলোকসজ্জা কোথায় ভাল হচ্ছে, ইত্যাদিরও এসবের মাঝে নিজের পাড়ার পূজাটা তো আছেই, সেখানেও চারদিন ধরে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সামুহিক খাওয়াদাওয়া, আর শেষে দশমীর দিন গাড়ী, লাইট, ডিজে সহকারে ধূমধামের সঙ্গে ঠাকুর বিসর্জন

এই হল আজকের বাঙালীর দুর্গাপূজার একটা গড় চালচিত্র হাতে গোণা কিছু বাড়ীর বা আশ্রমের পূজা বাদ দিলে আজকাল বেশীর ভাগ পূজাই বারোয়ারী বা সার্বজনীন আর তারও প্রায় সবগুলোই হয় বিভিন্ন ক্লাবের পরিচালনায়। একেবারে রথযাত্রা থেকেই খুঁটিপূজা দিয়ে শুরু হয়ে যায় পূজার প্রস্তুতি, শেষ হয় দশমীর পর ঠাকুর ভাসানের মধ্যে দিয়ে। খালি এই দু'আড়াই মাসই নয়, বড় বড় পূজাগুলো তো প্রায় সারা বছর ধরে পরিকল্পনা করতে থাকে থিম, মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা, ইত্যাদির। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের খরচ জোগাড়ও কম হ্যাপার নয় গতানুগতিকভাবে এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা ছাড়াও শরণাপন্ন হতে হয় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ও বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানীগুলোর সঙ্গে।

এতো গেল আয়োজকদের ব্যাপার সাধারণ মানুষেরও পূজার কটাদিন উৎসাহ আতিশয্যের শেষ থাকে না। মহালয়ায় পিতৃপক্ষের শেষে তর্পণের সাথে শুরু হয়ে যায় দেবীপক্ষ তারপর ষষ্ঠীর দিন থেকে সন্ধ্যায় ঘুরেঘুরে ঠাকুর দেখা তো আছেই, এছাড়া সেই সপ্তমীর সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় পূজার নানারকম আচার অনুষ্ঠান। সপ্তমীর ভোরে নবপত্রিকা স্নান দিয়ে শুরু হয়ে সন্ধ্যায় সন্ধিপূজা, অষ্টমীতে অঞ্জলী, কুমারী পূজা ও সন্ধ্যারতি, নবমীতে বলি ও হোম, আর শেষে দশমীর দিন মাকে বরণ করে বিদায় জানিয়ে সিঁদুরখেলায় অংশগ্রহণ করে উচ্ছাসের সঙ্গে দুর্গাপূজা এখন সত্যিকার অর্থে হয়ে উঠেছে সার্বজনীন, একটি জাতীয় উৎসব।

কিন্তু দুর্গাপূজার এইরকম রমরমা বেশীদিনের নয় গত শতকের মাঝামাঝি থেকেই একে ঘিরে সর্বাধারণের উচ্ছাস ও জাঁকজমক বেড়েছে। তার আগে বিশেষ করে মধ্যযুগে দুর্গাপূজা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বাপার। চতুর্দশ শতাব্দীর মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী'-তে দুর্গাপূজার উল্লেখ পাওয়া গেলেও বাংলায় প্রথম দুর্গাপূজা করেন অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায়বাহাদুর। তিনি ১৪৮০ সালে মা দুর্গার পূজা করেছিলেন শত্রু ও অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা ও রাজ্যের মঙ্গল কামনায়। এরপর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার নবাবদের অধীনে থাকা ছোটছোট রাজা ও জমিদারেরা নিজেদের যশ ও প্রতিপত্তি দেখানোর জন্যে দুর্গাপূজা আরম্ভ করল। পূজার ক'টাদিন প্রজারা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠত আর জমিদারের বাড়ীতে পাত পেড়ে খেয়ে তার গুণগান করত। ঐতিহাসিকদের মতে মধ্যযুগে দুর্গাপূজার বিস্তার হয়েছিল আসলে মুসলিম শাসকদের অত্যাচারে কোণঠাসা হিন্দু সমাজের আত্মগরিমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে।

তবে দুর্গাপূজা বর্তমান সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। আগেকার বারোয়ারী পূজা থেকে যা প্রথম শুরু হয়েছিল ১৭২০ সালে বারোজন বন্ধু মিলে হুগলীর গুপ্তিপাড়ায় প্রথম এইরকম পূজা আরম্ভ করেছিল সেই থেকে হয় 'বারো-ইয়ারি' বা 'বারোয়ারি' পূজার প্রচলন। তারও পরে ১৮৩২ সালে কলকাতায় প্রথম বারোয়ারী পূজা শুরু করেন কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ। এরপর ইংরেজ আমলে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রভাবশালী জমিদার ও নব্য ধনী সম্প্রদায়ের বদান্যতায় দুর্গাপূজা বিস্তৃতি লাভ করে। তারা নিজেদের প্রতিপত্তি ও ধনসম্পদ দেখানোর জন্য দুর্গাপূজায় দেদার টাকা খরচের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠত, চলত মুর্শিদাবাদ ও লক্ষ্ণৌ থেকে আনা বাঈজীদের নাচগান, হৈ-হুল্লোড় এই সময় ঠাকুর পরিবার ও শিবকৃষ্ণ দাঁ-দের গন্ধবণিক পরিবারের পূজা ছিল খুব জনপ্রিয়, যেখানে প্রতিমাকে সজ্জিত করা হত ভারিভারি সোনার অলঙ্কার ও আমদানি করা মূল্যবান হীরেজহরৎ দিয়ে। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের শোভাবাজারের বিশাল রাজবাড়ীর পূজাতেও হত প্রচুর জনসমাগম ও পর্যটকদের ভীড়। ইংরেজ রাজকর্তাদের সেইসব পূজায় আমন্ত্রণ করে চলত নানারকম উপহার প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের আনুগত্য প্রদর্শনও। ১৭৬৬ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারি জে জেড হলওয়েলের কলমে চমৎকার ফুটে উঠেছে তৎকালীন দুর্গাপূজার বর্ণনা, '...the grand general feast of the Gentoos– usually visited by all EuropeansSby invitationV who are treated by the proprietor of the feast with fruits and flowers in season– and are entertained every evening whilst the feast lasts– with bands of singers and dancers.' এইসব পূজাই বনেদীবাড়ীর পূজা হিসাবে খাতিলাভ করে, যার কিছুকিছু এখনো চলে আসছে। এইভাবে ধীরেধীরে দুর্গাপূজার প্রসার ঘটতে থাকে, বাড়তে থাকে এর জনপ্রিয়তা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেবী অর্চনায় একটা পরিবর্তন আসে। দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে মেতে ওঠা মানুষজন দেবীকে কল্পনা করতে শুরু করে শক্তি ও ঐশ্বরীক ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে। তারা মা দুর্গাকে দেশমাতৃকা হিসাবে কল্পনা করে গ্রহণ করে তার শৃঙ্খল মুক্তির ব্রত। এর জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ১৮৮২ সালে রচিত তার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দে মাতরম' গানে তিনি মা দুর্গা ও দেশমাতৃকার একাত্মরূপ এঁকেছিলেন।

পরবর্তীকালে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম দুর্গাপূজা শুরু করেন ১৯০১ সালে, যা ক্রমেক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ধীরে ধীরে দুর্গাপূজা ছড়িয়ে পড়ে বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে আসাম উড়িষ্যা বিহার নেপাল সহ দেশের নানা প্রান্তে। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরের পর বাঙালী রাজকর্মচারিরা সেখানেও দুর্গাপূজা শুরু করে (১৯১০), যা এখনো অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। দিল্লী দুর্গাপূজা সমিতি পরিচালিত কাশ্মীরী গেটের এই পূজা সম্প্রতি (২০০৯) শতবর্ষ পূর্ণ করেছে।

বারোয়ারী পূজা সার্বজনীন রূপ পায় ১৯১০ সালে। সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা সাধারণ মানুষের আর্থিক সাহায্য ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে প্রথম সত্যিকার অর্থে সার্বজনীন দুর্গাপূজা শুরু করে।

উত্তর ভারতে দুর্গোৎসব পালিত হয় নবরাত্র উৎসব রূপে। রাম-রাবনের যুদ্ধকে স্মরণ করে ন'দিন ব্যাপী চলা এই উৎসব শুরু হয় দেবীপক্ষের প্রথম দিনে ও শেষ হয় নবমীতে, যেদিন রাম, রাবনের উপরে যুদ্ধে বিজয় পেয়েছিলেন। এটা প্রধানত পারিবারিক উৎসব রূপে পালিত হয়, তবে দশমীর দিন রাবন-কুম্ভকর্ণ দহনে ও গুজরাতীদের গরবা নাচের অনুষ্ঠানে মানুষ সমবেতভাবে অংশগ্রহণ করে। রাজস্থানের রাজপুতরা নবরাত্রিতে ঘোড়া ও অস্ত্রপূজাও করে। পূজা করে শক্তির প্রতীক তাদের কুলদেবীকেও যেটা চলে আসছে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধের আমল থেকে।

মহিষাসুরের নিধনকে স্মরণ করে আগেকার দিনে নবমীতে পশুবলী দেওয়া হত। এটা হত প্রধানত মন্দিরের পূজায়। কিন্তু কালক্রমে জীবন্ত পশুর বলি অনেক কমে গেছে। এখন প্রতীক হিসাবে কুমড়ো বা আখ বলি দেওয়া হয়। তবে নেপাল, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের দু'একটি জায়গায় এখনো নবমীতে পশুবলির প্রথা আছে।

আগে প্রতিমার গঠন, মণ্ডপসজ্জা এবং আচার-অনুষ্ঠানে দেবীর আধ্যাত্মিক ও শাস্ত্রীয় দিকটিই প্রাধান্য পেত। কিন্তু আজ গ্রাম শহর নির্বিশেষে সব পূজাতেই থিম আর বৈচিত্রের ঢক্কানিনাদের মাঝে সেই ভাবটাই ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। এখন বেশীর ভাগ পূজাতেই ভক্তিভাবের পরিবর্তে প্রধান্য পাচ্ছে আড়ম্বর, নতুনত্ব ও কৌশল প্রদর্শনের আতিশয্য।

দেবী দুর্গার সঙ্গে পূজিত হন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশও কারও মতে এরা দেবীর সন্তান, আবার কারও মতে এই চার দেবতা আসলে দেবীর চার শক্তির প্রতীক। আর বাঙালীর কাছে দেবী দুর্গা তো হয়ে উঠেছেন ঘরের মেয়ে, সন্তানদের নিয়ে পূজার ক'টাদিন পতিগৃহ থেকে আসেন পিতৃগৃহে। তবে মান্যতা যাই হোক, দেবী দুর্গা যুগে যুগে পুজিত হয়ে আসছেন অশুভ শক্তির উপরে শুভ শক্তির এবং নারীশক্তির বিজয়ের প্রতীক হিসাবে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নতুন রূপ পেতে চলেছে মালদার রবীন্দ্র ভবন, পরিদর্শনে জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ অর্থে নতুনভাবে রূপ পেতে চলেছে মালদার রবীন্দ্র ভবন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রভবন সংস্কারের জন্য প্রথম পর্যায়ে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসনের কাছে বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। এই রবীন্দ্রভবন সংস্কারের জন্য মোট ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। সম্পূর্ণ টাকাটি দেবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। আর সেই বরাদ্দ অর্থের ৪ কোটির মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা পেয়ে গিয়েছে জেলা প্রশাসন। রবীন্দ্র ভবন সংস্কার হওয়ার আগেই সেখানকার খুঁটিনাটির পরিস্থিতির তদারকি করেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

সোমবার দুপরে রবীন্দ্রভবন পরিদর্শন করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী সহ অন্যান্য পদস্থ কর্তারা।

বলাবাহুল্য, মালদার এই রবীন্দ্রভবন সংস্কার নিয়েই বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠে আসছিল। মালদা শহর থেকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার পথেই রাস্তার এক পাশেই রয়েছে কয়েক বিঘা জমির ওপর রবীন্দ্রভবনটি। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে এই রবীন্দ্রভবনটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। একটা সময় রবীন্দ্রভবনে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন হত। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেটির তদারকি করা হত। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বন্ধ রয়েছে রবীন্দ্র ভবনটি। বর্তমানে সেখানে সাপ, শিয়ালের বাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। প্রতিবছর পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তীর সময়ও অন্ধকারে ডুবে থাকে এই রবীন্দ্র ভবনটি। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, রবীন্দ্র ভবন সংস্কারের ক্ষেত্রে মোট চার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্রভবন সংস্কারের ক্ষেত্রে এদিন খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তদারকি করে দেখা হয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হয়ে যাবে। নতুন বছরের মানুষের কাছে আধুনিক রবীন্দ্র ভবন উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ অর্থে রবীন্দ্র ভবন সংস্কারের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। সে ব্যাপারে এদিন পরিদর্শন করা হয়েছে। আশা করছি নতুন বছর জানুয়ারির মধ্যেই আধুনিক রূপে গড়ে উঠবে মালদার রবীন্দ্র ভবন।

কামারপুকুরে লাহা জমিদার বাড়ির মা দুর্গার চক্ষুদান করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: আকাশে বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ। নদীর পাড়ে দেখা যাচ্ছে কাশফুলের রাশি। বনেদি জমিদার বাড়ি গুলিতে রীতিমেনেই চলছে পুজোর আয়োজন। আনুমানিক ৩৫১ বছরের পুরনো হুগলি জেলার কামারপুকুর লাহা বাড়ির দুর্গাপুজো। কথিত আছে, ১১২৭ বঙ্গাব্দে কামারপুকুরে তৎকালীন জমিদার ধর্মদাস লাহা এক মামলার জন্য চুঁচুড়া যাচ্ছিলেন, পথে এক চটিতে বিশ্রাম নেবার সময় তিনি স্বপ্নাদেশ পান তার বাড়ির দুর্গাপুজো বন্ধ রয়েছে তা যেন ফের শুরু করা হয়। পাশাপাশি মায়ের কাছ থেকে অভয় পান তিনি ওই মামলায় জয়ী হবেনই। মা দুর্গার স্বপ্ন বাস্তবে মিলেও যায়। ওই মামলায় জয়ী হয়েছিলেন ধর্মদাস লাহা। তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন দুই কুমোড় দুর্গা ঠাকুর তৈরি করতে বাড়িতে এসেছে, তখন তার মনে পড়ে যায় সেই স্বপ্নাদেশের কথা। সেই থেকে শুরু হয় কামারপুকুর লাহাবাড়ির দুর্গাপুজো যা আজও চলে আসছে। শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের পদধূলি ধন্য এই দুর্গাপুজো দেখতে বহু পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। জানা গিয়েছে, এক সময় শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের পিতা শ্রী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় কামারপুকুরে এসে আশ্রয় নেন ধর্মদাস লাহার কাছে। তখন থেকে তিনি কামারপুকুরে লাহা বাড়ির দুর্গার পুজোর চণ্ডীপাঠ করতেন। সেই সময় থেকেই লাহাবাড়ির দুর্গা পুজোর প্রতিপদ থেকে নবমীর দিন পর্যন্ত চণ্ডীপাঠ করা হয় লাহা বাড়িতে। তৎকালীন সময়ে মহালয়ার দিন থেকে কামারপুকুর লাহা বাড়িতে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হত নয় দিনব্যাপী। এমনকি ছোট গদাধর ও যাত্রাপালা অভিনয় করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এর মাতা চন্দ্রমণি দেবী কামারপুকুর লাহা বাড়ির ঠাকুরের ভোগ রান্না করতেন। মা দুর্গার চক্ষুদান নিয়ে একটি ঘটনা এখনও কামারপুকুরবাসীর মুখে মুখে বিরাজমান। ছোট্ট গদাধর নাকি ঠাকুর প্রতিমা গড়ার সময় কুমোরকে বলেন, তিনি ঠাকুরের গায়ে চড়বেন। কুমোর তাতে মানা করলে হবে কি। মায়ের এক অদ্ভুত লীলা হল- ঠাকুরের কাছে যে চক্ষুদান নেবেন। তাই সেই কুমোর শত চেষ্টা করেও মায়ের চোখ আঁকতে পারলেন না। শেষে শ্রী রামকৃষ্ণই মায়ের চোখ আঁকলেন। কামারপুকুরের লাহা বাড়ির বংশধররা জানান নবমীর দিন কুমারীকে কাত্যায়নী রূপে পুজো করা হয়। এই বিষয়ে লাহাবাড়ির এক বংশধর কৃষ্ণেন্দু লাহা বলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিধন্য এই দুর্গাপুজোর নানা ইতিহাস আছে। এই লাহা বংশের জমিদার ধর্মদাস লাহা পুজো শুরু করেন। তারপর এই মা দুর্গা চক্ষু আঁকেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। পুজোকে ঘিরে যাত্রা অনুষ্ঠান হত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেখানে অভিনয়ও করেছিলেন। অন্যদিকে ওই বংশের কুলবধূ রুপালি লাহা বলেন, আমাদের এই পুজো বহু প্রাচীন। মহালয়ার দিন থেকেই পুজো শুরু হয়। পুজোর চারটে দিন কিভাবে কেটে যায় বুঝতে পারা যায় না। সবমিলিয়ে মায়ের মূর্তি তৈরির সময় থেকেই লাহা বাড়ির দুর্গা দালানে কচিকাঁচাদের ভিড় বেশ লক্ষণীয়। যেমন ছোট গদাই খেলে বেড়াতেন। ঠিক এখনও ছোট ছোট শিশুরা মায়ের মন্দিরে খেলে বেড়াচ্ছে।

UCO RSETI হাওড়াতে, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট একজন এবং এটেন্ডেন্ট পদে একজন, চুক্তির মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে

১.অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগ্যতা : BSW/ BA/ B.Com
সঙ্গে কম্পিউটার বিষয়ে বেসিক অ্যাকাউন্টিং এর উপর জ্ঞান থাকতে হবে।
এমএস অফিস, ওয়ার্ড এবং এক্সেল, ট্যালি ও ইন্টারনেটের কাজ জানতে হবে।
বাংলা ও ইংলিশ টাইপ করার দক্ষতা প্রয়োজনীয়।
বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে জানতে হবে।

২. এটেন্ডেন্ট পদের যোগ্যতা : সর্বাধিক মাধ্যমিক পাস হতে হবে।
বাংলা ভাষা পড়তে এবং লিখতে জানতে হবে।
উপরোক্ত পদ দুটির জন্য আগামী ২১ দিনের মধ্যে বায়োডাটা সহ একটি লিখিত আবেদন পত্র এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ডকুমেন্টস সহ নিম্নোক্ত এড্রেসে পৌঁছাতে হবে শুধুমাত্র পোস্ট অফিসের মাধ্যমে। সরাসরি দরখাস্ত জমা নেয়া হবে না।
ইউকো আরসিটি হাওড়া, ৫৫২ জিটি রোড সাউথ, সেকেন্ড ফ্লোর, পিন নাম্বার- ৭১১১০১, হাওড়া
ফোন নাম্বার ০৩৩- ২৬৩৭ ০১০৩

কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
গ্লামার বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB2005PTC101590), রেজিস্টার্ড অফিস ৭৭/১বি, পার্ক স্ট্রিট, ২য় তল, রুম নং ৩, কলকাতা - ৭০০০১৬ সম্পর্কিত
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘বিহার রাজ্যে’ স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ রিজিওনাল ডিরেক্টর, (ইস্টার্ন রিজিওন), নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০ ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের (১৪) চোদ্দদিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
গ্লামার বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
অনুপ কুমার
ডিরেক্টর
তারিখ : ১০.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
ডিন- ০০৭৬০৭৫০

দলিল হারানো

মূল স্বত্ব হস্তান্তর দলিল তারিখ ২৩.০৪.১৯৭১, সম্পত্তি জমির পরিমাণ আনুমানিক **১ কাঠা ১১ ছটাক ৩৫ বর্গফুট** কমবেশি সমপরিমাণ ০.০২৮৫ ডেসিমেল,অবস্থিত মৌজা- আটপুর, জেএল নং ১৬, তৌজি নং ২৪০২, দাগ নং ৮৪৪, খতিয়ান নং ৫১৪, থানা-জগদ্দল, পিন- ৭৪৩১২৮, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রীমতি আভা রানি ঘোষ দ্বারা নীতিশ চন্দ্র সাহার অনুকূলে সম্পাদিত, যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এসআর নৈহাটি অফিসে এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম ন ২৬, পৃষ্ঠা ২৬৪থেকে ২৬৬,দলিল নং **২৩১৮-১৯৭১ সালের** অনুযায়ী হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি উল্লেখ্য **জি ডি ই নং ৪৩২, ০৭.১০.২০২৩** তারিখে জগদ্দল থানায় আমার মক্কেল সোমনাথ দাস দাখিল করেছেন। উক্ত দলিল কোনও ব্যাঙ্কে বন্ধক হিসেবে জমা নেই। আমার মক্কেল সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি এসবিআই সিউলি শাখায় (কোড ০০৮৯২১) বন্ধক দাখিল করে ঋণ সুবিধাদি গ্রহণে ইচ্ছুক।কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে এবং কোনও দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দাবি দাখিল করতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি পরবর্তীতে গ্রাহ্য হবে না।

রীতু হেলা
অ্যাডভোকেট
বারাকপুর কোর্ট
মোবাইল নং : ৯৭৪৮৮৫৬৮০৪

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে
নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ শ্যাম বাটিকা অ্যাডভাইসরস এলএলপি (এলএলপিআইএন-এএএ-২৩৫৯) লিমিটেড দায়বদ্ধ অংশীদারি সংস্থা হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ । অধীনে (শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে) নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ- ভারত এবং ভারতের সর্বত্র কনসালটেন্সি ব্যবসা পেশাগত বা প্রযুক্তিগত বিস্তার করা
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি সল্টি প্লাজা, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা - ৭০০০৮০, পশ্চিমবঙ্গ
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ ৯ অক্টোবর, ২০২৩
আবেদনকারীর নাম(গুলি)
বডি কর্পোরেটের নমিনী
ডেজিগনেটেড পার্টনার/এলএলপি'র পার্টনার
১. রাহুল কুমার আগরওয়াল
২. সুইটি মিত্তাল
৩. নরিসিংহ মিত্তাল

খানাকুলে বন্যা দুর্গত এলাকায় এসে অপরূপা পোদ্দারকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার পুড়শুড়া ও খানাকুলের বানভাসি মানুষের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন বিরোধী দলনেতা। প্রথমে পুড়শুড়ার দিগরুইঘাট এলাকায় যান। সেখানে বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি শাসকদল তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ‘বন্যা হয়েছে অথচ শাসকদলের নেতাদের কোনও দেখা নেই। তোমার দেখা নেই রে, তোমার দেখা নেই। এখানকার সাংসদ অপরুপা পোদ্দারকে কোভিডের সময় দেখা যায়নি। উনি আমাকে যত রকম গালাগালি আছে করেন, ভাইপোর কাছে নম্বর বাড়াতে হবে বলে। বন্যা দুর্গতদের কাছে গিয়েছিলেন আরামবাগ পুরসভার চাকুরি চোর স্বপন নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে। বিস্কুট নিয়ে গিয়েছিলেন। ১ টাকা ২৫ পয়সার বিস্কুট। খানাকুলের জনগণ তাড়া করেছে। দরকার নেই আপনার বিস্কুট। ছয় মাস পর লোকসভা ভোটে আপনাকে ভালো করে বিস্কুট খাওয়াব। যে বিপদে নেই তাঁর প্রয়োজনও আমদের নেই।’

এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী সিবিআই অভিযান প্রসঙ্গে বলেন, ‘রানাঘাটে বিজেপির বিধায়কের বাড়িতেও সিবিআই গিয়েছে। এটা কোর্ট মনিটরিং, বিজেপি মনিটরিং নয়।’ বিরোধীরা বলছে আপনার বাড়িতে সিবিআই যাচ্ছে না কেন, এহেন প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দুবাবু বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আছে। নারদায় নাম থাকতে পারে। আপনারা তো খবরের কাগজ দেখিয়েছেন। আমাকে যখন সেই সময় চিঠি করেছিল তখন ভাইপোর মতো কোর্টে যাইনি। সিবিআই অফিসারদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। খানাকুলের একটা মাল আছে, ইকবাল আহমেদের পিএ রমেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন। কী হয়েছিল।’

অপরদিকে খানাকুলের হানুয়া এলাকায় আসেন তিনি এবং মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেতাদের সমালোচনা করে বলেন, ‘খানাকুলে তৃণমূলের নেতারা চান না কাঠের ব্রিজ উঠে যাক। খানাকুলে সারে বারো বছর তৃণমূল ক্ষমতায় আছে কিন্তু কোনও পাকা ব্রিজ হয়নি। কাঠের ব্রিজ না থাকলে মাল কামানো যাবে না। সরকারের ঘরে টাকা যায় না। সব ভুতে খেয়ে নেয়। বড় ব্যবসা তোলামূলের। মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর ও শিলাবতীর বালি কেটে সব ফাঁক করে দিচ্ছে। ৭৫ ভাগ কলকাতায় আর ২৫ ভাগ এখানে থাকে। নীচতলার পুলিশরা কিছু পান না। ভাইপো থেকে আইসি সেটিং।’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, ‘বন্যায় কেউ ত্রাণ পায়নি। হেলিকপ্টার করে স্পেনে গিয়েছেন। কারও দেখা নেই। আকাশে ঘোরেন। পিসির দুটো হেলিকপ্টার ভাইপোর চারটে হেলিকপ্টার। আমরা গরিব লোক গামছা গলায় দিয়ে ঘুরি। রানি মা আর যুবরাজ। আমরা আপনাদের পাশে আছি। খানাকুল পশ্চিমবঙ্গকে পথ দেখাবে। ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে এই সমস্যার সমাধান হবে।’ আরামবাগ তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি স্বপন নন্দী বলেন, ‘শুভেন্দুবাবুরা দীর্ঘ কয়েক বছর কাঁথি পুরসভা চালিয়েছেন। কী ভাবে চুরি করতে হয় তা ওনারা ভালোই জানেন। আমরা আরামবাগ পুরসভা নিয়ম নীতি মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে চালিয়েছি। অপরের দিকে আঙুল তোলার আগে নিজের আয়নায় ওনার মুখ দেখা উচিত।’

গাইঘাটায় বিজেপি কর্মীর মৃত্যুতে নিরুপম রায় গ্রেপ্তার না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: গাইঘাটায় মৃত কানন রায়ের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মূল মদতদাতা গ্রেপ্তার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামার হুঁশিয়ারি সুকান্তর। সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘ঘটনা যারা ঘটিয়েছেন তারা তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু কানন রায়ের খুনের মদতদাতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডান হাত বনগাঁ জেলা যুব তৃণমূল

কংগ্রেসের সভাপতি নিরুপম রায়কে গ্রেপ্তার করতে হবে। নিরুপম রায়কে গ্রেপ্তার না করলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। গাইঘাটা থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ হবে। সেই অবস্থান বিক্ষোভে নিজে উপস্থিত থাকব।’

গাইঘাটায় মৃত বিজেপি কর্মী কানন রায়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি এবং পাশে থাকারও আশ্বাস দিয়েছেন। এই নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘যে পিটিয়ে খুন করেছে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে কিন্তু যার ষড়যন্ত্র রয়েছে এখানে, পুলিশের কোনও সদিচ্ছা নেই তাঁকে গ্রেপ্তার করার এবং এই থানার ওসি তৃণমূলের ব্লক সভাপতির মতো আচরণ করছেন। যদি রাজনীতি করতে হয় উর্দি খুলে রাজনীতি করুন মাইনে নেওয়া বন্ধ করুন। তারপর বিজেপি বুঝিয়ে দেবে।’

নিহত বিজেপির কর্মীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে মানিকহিরা চারুবাবু মোড় এলাকায় পথসভা করেন এবং সেখান থেকে পুলিশকে একহাত নিলেন সুকান্ত মজুমদার। বিজেপি কর্মীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা সুকান্ত মজুমদার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছেন। সেখানেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর দলীয় কর্মসূচিতে রাজ্যের বাইরে থাকায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বেশ কিছু সময় কথোপকথন হওয়ার পর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে প্রণাম করেন। এরপর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেন, ‘২০২৪ এ সিএএ লাগু হবে যতই বাধা আসুক না কেন।’

হরিপালে মন্ত্রী ও বিধায়কের উদ্যোগে দঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডা. করবী মান্নার উদ্যোগে হরিপাল লোকমঞ্চে হরিপাল বিধানসভার ১৫ গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রায় ৬৫০০ মানুষকে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ করা হল। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, ‘হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সামনেই দুর্গাপুজো, তাই সোমবার বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। সাড়ে ছয় হাজার মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করা হল শারদ উৎসব উপলক্ষে। এই বস্ত্র পেয়ে গরিব মানুষ খুব খুশি হবে। আমরা সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে আছি।’ এই অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবী মান্না, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি, হরিপালের বিডিও সহ বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ। বস্ত্র নিতে আসা দুঃস্থদের. বক্তব্য, ‘এই বস্ত্র পেয়ে খুব ভালো লাগছে। সামনেই দুর্গাপুজো হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসকে স্বাগত জানাচ্ছি। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বিধায়ক ডাক্তার করবী মান্না সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় আগমনী উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সাহিত্য, সংবাদ ও চলচিত্রকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হল একদিনের আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাসভার উদ্বোধন করলেন উপাচার্য অধ্যাপক অমলেন্দু ভুঁইয়া। তিনি জানান, একসময় শারদীয়া উৎসবকে সামনে রেখে স্কুল কলেজে নাটক, গীতিআলেখ্য, নৃত্যালেখ্য ইত্যাদির চল ছিল। এখন সেটা হারিয়ে গিয়েছে। বাংলা বিভাগের জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্স সেই ধারা ফিরিয়ে এনেছে।

তিনি আরও জানালেন, ‘এফএমে পুজোর গান ও আড্ডা, নিউজ রুম থেকে সরাসরি এই ধরনের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে অভিনব। নাটিকা ও নৃত্যালেখ্য যেন পুজোর গন্ধ পেলাম।’ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচিত্র পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী জানালেন, ‘চলচ্চিত্র নিছক বিনোদনের মাধ্যম নয়, যা মানুষের ওপর সর্বাত্মক প্রভাব ফেলে। আমার মতে, গণমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, আর চলচিত্র হল উপগ্রহ, যা ওপর থেকে সবার উপর সমান নজর রাখে।’

উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানে জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্সের তৃতীয় ব্যাচের শংসাপত্র প্রদান ও চতুর্থ ব্যাচের শুভারম্ভ হয়। কোর্সের কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস জানান, সাহিত্যের ভিত্তি সংবাদ। আর সিনেমা হল সাহিত্যেরই

সৃজনশীল রূপ। তিনটিই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিয়ে অন্য দু'টি অসম্পূর্ণ। আজকের আলোচনাসভায় সেটিই স্পষ্ট হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জার্মান রেডিও ও বিবিসির বাংলা বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক বিনীতারানি দাস, অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল, অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক, অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, অধ্যাপক নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ভদ্রেশ্বরের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে বৈষ্ণব মতে বাড়িতেই প্রতিমা গড়ে পুজো

বনস্পতি দে

হুগলি: হুগলির বিশেষ আকর্ষণ ৬০০ বছরের পুরনো পুজো, প্রতিমার বিসর্জনে রয়েছে বিশেষ নিয়ম। দেখতে দেখতে ৮০ বছর পেরিয়ে ৮১ বছরে পা দিতে চলেছে এই পুজো। বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে তিন পুরুষ ধরে হয়ে আসছে এই দুর্গাপুজো। এই বাড়ি তিনখিলান বিশিষ্ট দুর্গা দালান আজও ঐতিহ্যের সাক্ষী বহন করে চলেছে। প্রতিপদ অর্থাৎ প্রথমা থেকেই পুজো শুরু হয়ে যেত, আর দশদিন ব্যাপী পুজো চলতো। প্রথা ও নিয়ম নিষ্ঠা মেনেই বৈষ্ণব মতে পুজো হয়ে আসছে ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে। কিন্তু সেই পুজোর জৌলুস আগের থেকে একটু হলেও ফিকে হয়েছে। এখন পুজো শুরু হয় ষষ্ঠী থেকে, কিন্তু আগেকার নিয়ম নিষ্ঠা সবই বহন করে আসছেন তাঁরা। বাড়ির মহিলারাই পুজোর জোগাড় করতেন। প্রথম বছর পুজোয় ১৪৩ টাকা বারো আনা খরচ হয়েছিল। পুজোর দায়িত্বে ছিলেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালীন সময়ে ভোর চারটে থেকে বাড়িতেই শুরু হত বাল্য ভোগ।

বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির নিয়ম প্রতিমা বাড়িতেই তৈরি হবে, সেই মতো বাড়ির সদস্যরাই প্রতিমা তৈরি থেকে প্রতিমা সজ্জা সবটা নিজেরাই করেন। এমনকি পুজোয় ঢাকও বাজান বাড়ির সদস্যরাই। আগে অষ্টমী ও নবমীর দিন পাঠা বলি হত। এখন পাঠা বলি বন্ধ হয়েছে,তবে চালকুমড়ো বলি হয়। এই বাড়ির পুজোর বৈশিষ্ট্য হল নবমীর দিন অন্ন ভোগ রান্না করা হয় এবং সেই বাসী ভোগ দশমীর পুজোর পর দইকর্মার সঙ্গেই ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়। তারপরে দশমীর দিন বেড়াঞ্জলির মধ্যে দিয়ে পুজোর সমাপ্তি হয়।

কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘একসময় বাড়িতেই কুমোর এসে ঠাকুর তৈরি করতেন। মেজ কাকা কুড়োরাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হওয়ার পর এক প্রকার পুজো বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন আর কুমোর দিয়ে ঠাকুর গড়ার মতো আর্থিক অবস্থা ছিল না। সেই সময় কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ছেলে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটবেলায় কুমোরদের কাছে ঠাকুর তৈরি করা দেখে নিজেই দুর্গা প্রতিমা করতে শুরু করে। ২০০০ সাল থেকে এখন নিজের হাতেই শুধুমাত্র বাড়ির দুর্গা ও কালী প্রতিমা তৈরি করেন।’ সেই থেকেই শুরু হয় এই পুজো এরপরে পুজোর দিন সকালে ও দুপুরে চলত বালক ভোজন। ৪০ রকমের ভোগ মায়ের কাছে নিবেদন করা হত।

মন্দিরের এমন রীতির পিছনে অবাক গল্প

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘বাড়িতেই প্রতিমাকে নির্মাণ করা হয়। বাড়ির বাইরে কাঠামো নিয়ে যাওয়া হয় না। দুর্গাপুজোর সময় হঠাৎ একদিন পড়ে গিয়ে কোমরে

চোট পান কুমোর তখন তিনি আর ঠাকুর করতে পারেন না। অনেক খেঁজাখুঁজি করেও কেউ বাড়িতে এসে প্রতিমা নির্মাণ করতে রাজি হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে নিজেই প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করি। সারা বছরে রং তুলিতে হাত দিই না, পুজোর সময় মায়ের চক্ষুদান থেকে বস্ত্র পড়ানো সবটাই নিজের হাতে করি। তারই মধ্যে বাড়ির ঢাকি তিনিও মারা যান, পরে আর ঢাকি পাওয়া যায় না। পরিবারের সদস্যরা মিলে কুমোরের কাছ থেকে ঢাকের খোল তৈরি করে নিয়ে এসে সেটাকে ঢাক বানানো হয়। পুজোতে এখন সেটাই ব্যবহার করা হয়।’

পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রেখে ঠাকুর দালান সংস্কার করা হয়েছে। সমস্ত আত্মীয়স্বজন একসঙ্গে হন পুজোর ক'দিন। বাইরে থেকেও লোক আসেন প্রতিমা দর্শন করতে। সর্বোপরি পুজোর পাঁচটা দিন আনন্দে মেতে ওঠেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি ও এলাকা।

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

সার্কেল অফিস - হুগলী (জেনারেল সার্ভিসেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট)
২৩এ রাই এম সি লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট, শ্রীরামপুর, হুগলী, - ৭১২২০১

প্রেমিসেস প্রয়োজন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জন্য উপযুক্ত প্রস্তুত নির্মিত এবং সু-নির্মিত হল টাইপ বিল্ডিং যার কার্পেট এরিয়া এটিএম এর জন্য স্পেস সহ (**১০০০ বর্গফুট থেকে ১২০০ বর্গফুট**), বিশেষত গ্রাউন্ড ফ্লোরে এবং যদি প্রথমে ফ্লোরে থাকে, লিফট সুবিধা সহ চন্দন নগর (লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার) জেলা হুগলীতে লিজ/ভাড়ার ভিত্তিতে প্রয়োজন, প্রস্তাবিত প্রেমিসেসে বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সমস্ত ছাড়পত্র থাকতে হবে। উদ্দিষ্ট এলাকায় এই ধরনের প্রস্তুত নির্মিত প্রেমিসেসগুলির আগ্রহী মালিকগণ/রেজিস্টার্ড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডাররা যাঁরা দীর্ঘমেয়াদী লিজের ভিত্তিতে **১৫ বছর** বা তার বেশি সময়ের জন্য লিজ দিতে প্রস্তুত তাঁরা তাঁদের অফারগুলি নির্ধারিত ফরম্যাটে পাঠাতে পারেন যা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.pnbindia.in এ উপলব্ধ বা অফিস চলাকালীন সময়ে উপরে উল্লিখিত ঠিকানা থেকেও প্রাপ্ত করা যেতে পারে। যথাযথভাবে সিল করা এবং স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ অফারটি **২৬.১০.২০২৩** তারিখে বা তার আগে **১৭:০০ ঘন্টা** পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পৌঁছাতে হবে।
ব্যাঙ্ক কোন দালালি প্রদান করবে না। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোনও বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
তারিখ-১০.১০.২০২৩ **সার্কেল হেড**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুনি: ডিভি:) আদালত। কেস নং :- T. S. ১০৯ / ২০২২
বাদী :- শ্রীমতী জ্যোৎস্না সাহা -বনাম- বিবাদী :- শ্রীমতী দিশা সাহা দীং
এতদ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী জ্যোৎস্না সাহা, বয়স- আনুঃ ৭২ বৎসর, স্বামী- মৃত সন্তোষ কুমার সাহা, সাং- নবদ্বীপ দন্ডপানীতলা, ৩য় বাই লেন, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া স্বত্ত্ব সাবস্ত্য সহ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবীতে **১) দিশা সাহা**, বয়স- আনুঃ ৩০ বৎসর, স্বামী- মৃত স্বপন সাহা, সাং- নবদ্বীপ দন্ডপানীতলা, ৩য় বাই লেন, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, **২) সহেলী সাহা**, বয়স- আনুঃ ১১ বৎসর, পিতা- মৃত স্বপন সাহা- এর পক্ষে গর্ভধারিনী মাতা দিশা সাহা, স্বামী- মৃত স্বপন সাহা, সাং- নবদ্বীপ দত্তপানীতলা, ৩য় বাই লেন, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, **৩) এ. ডি. এস. আর. নবদ্বীপ**, সাং- আগমেশ্বরী পাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, **৪) ডি. এস. আর. নদীয়া**, সাং- কৃষ্ণনগর, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১ দীং দের বিরুদ্ধে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারো কোন বক্তব্য/আপত্তি থাকিলে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পূর্বোক্ত আদালতের পূর্বোক্ত মোকর্দ্দমায় বক্তব্য/আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
তপশীল:- জেলা- নদীয়া, থানা ও এ. ডি. এস. আর নবদ্বীপ, মৌজা- ২০ নং নবদ্বীপ মধ্যে নবদ্বীপ পৌরসভার অন্তর্গত ১৭ নং ওয়ার্ডের দন্ডপানী তলা ৩য় বাই লেনস্থ ৭ নং হোল্ডিং ভুক্ত ১.৫০ শতক সম্পত্তি ও তদস্থিত গৃহাদী, উক্ত সম্পত্তির খতিয়ান নং- আর. এস. ৫৪৯৩, সাবেক এল. আর, ১৩ ১৬৫/১, হাল এল. আর. ৩১৩৪৪ এবং দাগ নং- আর. এস. ৭৩৩৬/১৩২৫৫, এল. আর, ১৩৪৫৮ হইতেছে। চৌহদ্দী :- উত্তরে- পৌরসভার ঢালাই রাস্তা, চন্দন কুন্ডুর বাড়ী ও মৃত কালিপদ কন্ডুর বাড়ী, দক্ষিণে- নন্দ কুমার সাহার সম্পত্তি ও মৃত পরেশ চন্দ্র দাসের বাড়ী, পূর্বে- মুক্তা সাহার বাড়ী, পশ্চিমে- মৃত পরেশ চন্দ্র সাহার বাড়ী।
এতদ্বারা আদালতের আদেশ অনুযায়ী দেওয়া গেল।
Ripan Majumder, সেরেস্তাদার, নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুঃডিঃ) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - ৪ (পরিশিষ্ট - ৩)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

শিমুরালি ব্রাঞ্চ
চান্দুরিয়া পঞ্চায়েত রোড, গ্রাম - শিমুরালি, শিমুরালি, জেলা - নদিয়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৮

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা : শ্রী প্রবীর বিশ্বাস,** পিতা প্রয়াত শ্রী প্রশান্ত বিশ্বাস, **স্বত্বাধিকারী মেসার্স প্রশান্ত কমিউনিকেশন, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রীমতি আরতি বিশ্বাস,** স্বামী প্রয়াত শ্রী প্রশান্ত বিশ্বাস এবং **জামিনদাতা শ্রীমতি সাগরিকা বিশ্বাস,** স্বামী শ্রী প্রবীর বিশ্বাস আমাদের **শিমুরালি শাখায় ১৫,০১,১৭৮.৫১ টাকা** (পনের লাখ এক হাজার একশো আটাত্তর টাকা এবং একান্ন পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ এবং শুল্ক সহ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৫,০১,১৭৮.৫১ টাকা** (পনের লাখ এক হাজার একশো আটাত্তর টাকা এবং একান্ন পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
“এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।”
স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন জমির পরিমাণ ০৫ ডেসিমেল , শ্রীমতি আরতি বিশ্বাশ, স্বামী প্রয়াত প্রশান্ত বিশ্বাস, অবস্থিত জেএল নং ১০৬, মৌজা- ব্রহ্মপাড়া, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৩৬ আরএস খতিয়ান নং ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ১২৫/১, হাল এলআর খতিয়ান নং ৯২৭, চান্দুরিয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম-ব্রহ্মপাড়া, পো- সিমুরালি,থানা-চাকদহ, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১২৪৮, বিক্রয় দলিল নং ৮৪৩, -২০০১ সালের তারিখ ১২.০৩.২০০১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও-কল্যাণী, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৩৯৯ থেকে ৪০৪, অনুযায়ী **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে : নারায়ণ চন্দ্র নন্দীর ভবন, পূর্বে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ এবং শুধাংশু দাসের ভবন, পশ্চিমে : শেখর দে এর ডোবা সমন্বিত।

তারিখ : ০৭.১০.২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : শিমুরালি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বালিচক দক্ষিণপাড়ার চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গাপুজো

অসীম কুমার মিত্র ● আমতা

হাওড়া জেলার পেঁড়ো থানার অন্তর্গত বালিচক গ্রাম। পূর্বে এই গ্রাম আমতা থানার অধীনে ছিল। বর্তমানে এই গ্রাম উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় চক্রবর্তী পরিবারের বেশ সুনাম রয়েছে তাঁদের পারিবারিক দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে। দূর-দুরান্ত থেকে বহু মানুষ ছুটে আসেন ঐতিহ্যপূর্ণ চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গাপুজোয়।

এই পরিবারের বর্তমান এক সদস্য তীর্থনাথ চক্রবর্তী জানালেন, তাঁদের আদি নিবাস ছিল উত্তরপ্রদেশ। বহু পূর্বে তাঁরা সপরিবারে চলে আসেন বালিচকের পার্শ্ববর্তী গ্রাম সাহাচকে। তীর্থনাথবাবু জানালেন, তাঁদেরই কোনও এক পূর্বপুরুষের স্বপ্নাদেশে শুরু হয় চক্রবর্তী পরিবারের এই দুর্গাপুজো। এবারে এই পুজো ১৯৫ বছরে পা দিল। শুরুর দিকে এই পুজোয় পুরোহিত আসতেন হাওড়ার ডোমজুড়ের নিকটবর্তী গ্রাম কেশবপুর থেকে। এখন বালিচক উত্তরপাড়ার বাসিন্দা মাধব চক্রবর্তী পুরোহিতের দায়িত্ব সামলান।

থলিয়া গ্রামের মৃৎশিল্পী ফেলুবাবু ও তাঁর বংশধররা বংশ পরম্পরায় এখানকার প্রতিমা তৈরি করেন। জনশ্রুতি,বহু বছর পূর্বে কোনো এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে চক্রবর্তী পরিবারের এই দুর্গাপুজো সে

বছর বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সময়কার মৃৎশিল্পীকে দেবী স্বপ্নাদেশ দেন, পুজো বন্ধ করা যাবে না, যে কোনও ভাবেই তাঁর পুজো করতে হবে। দেবীর এইরূপ স্বপ্নাদেশ পেয়ে অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মৃৎশিল্পী সে বছর অতি দ্রুততার সঙ্গে প্রতিমা গড়ে দিয়েছিলেন বিনা পারিশ্রমিকে। দেবীর পুজোও যথারীতি সুসম্পন্ন হয়েছিল।

শুরুতে দুর্গামণ্ডপটি ছিল মাটি ও খড়ের চালের ছাউনির। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেটি ভেঙে গেলে টিনের চালের ছাউনির মণ্ডপ তৈরি হয়। বর্তমানে ওই মণ্ডপটি বড় আকারের এবং পাকা ও ঢালাই ছাদ যুক্ত। প্রতিপাদ থেকে এখানে পুজো শুরু হয়, মা চণ্ডীর ঘট বসে এবং সংকল্প সহযোগে পুজো হয়। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজো চলে অত্যন্ত ধুমধাম করে। ষষ্ঠীর দিন বিকেলে শুরু হয় দেবীর বোধন। একাদশীতে দেবীর বিসর্জন হয়। এখানকার পুজোর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন গোটা চক্রবর্তী পরিবার মিলে।

অষ্টমী ও নবমীতে দেবীর ভোগ হয়। অষ্টমীর দিনে হয় লুচি, নবমীতে হয় খিচুরি। ভোগ সকল দর্শনার্থীদের মধ্যেই বিতরণ করা হয়। পুজোকে কেন্দ্র করে চলে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পূর্বে এখানে থিয়েটার হত। এখন হয় যাত্রা ও পালাগান সপ্তমীতে। সন্ধিপুজোয় এক মণ আড়াই শের চালের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। সে সময় ধুনোপোড়া ও দণ্ডিকাটা চলে এখানে। বাড়ির পুরুষ ও মহিলারা উভই অংশ নেন এই অনুষ্ঠানে। এদিন দেবীর অঙ্গে দেওয়া হয় নোয়া ও সোনার নাকছাবি। এখানকার প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হল, মণ্ডপে একচালার কাঠামোয় দেবী দুর্গার দু'পাশে থাকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ঠিক তাঁদের নীচে থাকে কার্তিক ও গণেশ। কাঠামোর বাইরে দু'দিকে থাকে জয়া ও বিজয়া। বহু জায়গায় দেখা গিয়েছে, একসময়ের পারিবারিক পুজো বর্তমানে সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। তবে বালিচক দক্ষিণপাড়ার চক্রবর্তী বাড়ির পুজো পারিবারিক পুজো হিসাবে আজও বহমান ।

বাড়ি নিয়ে অভিষেকের মন্তব্যের কড়া বার্তা বিধায়কের, আইনি নোটিসের হুঙ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিধায়কের বাড়ি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন সোনামুখীর বিধায়ক। আইনি নোটিস পাঠানোর হুঁশিয়ারিও দিলেন।

সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামির বাড়ি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তির্যক মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন তিনি নিজে। অভিষেকের সেই মন্তব্যকে দিবাকর ঘরামি শুধু মিথ্যা বলে দাবি করলেন তাই নয় এই মন্তব্যের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিশ পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিলেন। এই ঘটনায় সোনামুখী এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। পাল্টা বিধায়ককে বিঁধতে কসুর করছে না তৃণমূল।

আবাসের বকেয়া দাবিতে রাজভবনের সামনে গত ৫ অক্টোবর থেকে ধরনা অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই বক্তব্য রাখার সময় শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোনামুখীর বিধায়ক দিবাকর ঘরামির প্রসঙ্গ টেনে আনেন। দিবাকর ঘরামির অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই বক্তব্যে তাঁর তিন তলা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস প্রকল্পের তালিকায় স্ত্রী প্রতিমা ঘরামির নাম থাকার কথা উল্লেখ করে তির্যক মন্তব্য করেছেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেন সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে দিবাকর ঘরামি বলেন, 'সোনামুখীর কুরুমপুর গ্রামে তাঁর একটি দু' কামরার একতলা ও একটি অ্যাসবেস্টাসের বাড়ি রয়েছে। একতলা বাড়িটিতে দাদা ও অ্যাসবেস্টাসের বাড়িতে তিনি নিজে থাকেন। আবাস প্রকল্পের তালিকায় স্ত্রী প্রতিমা ঘরামির নাম রয়েছে জানার পরই প্রতিমা ঘরামি জেলাশাসককে সরাসরি মেইল করে আবাস প্রকল্পের বাড়ি নেওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিধায়ক দিবাকর ঘরামির দাবি, এই প্রথমবার নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখনই বাঁকুড়া আসেন তখনই তাঁর বাড়ির প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। মিথ্যা মন্তব্যের জন্য দ্রুত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিস পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ওই বিধায়ক। বিধায়কের দাবি, কখনও প্রশাসন আবার কখনও ভোট কুশলী সংস্থাকে পাঠিয়ে তাঁকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেয় নেতৃত্ব। তৃণমূলে যোগ দিলে ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়া, দুই ভাইপোর চাকরি ও দামি গাড়ি দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দেওয়াতেই তাঁকে বারেবারে আক্রমণের লক্ষ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ বিধায়কের।

তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্র আবাস যোজনা থেকে একশো দিনের কাজে বিভিন্ন ভাবে রাজ্যকে বঞ্চিত করছে। তার প্রতিবাদে আন্দোলন করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নজর ঘোরাতে এখন এসব বলা হচ্ছে। বিধায়ক আইনি নোটিস পাঠাতেই পারেন। কিন্তু আবাস যোজনার তালিকায় তো তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল। তালিকায় কী ভাবে এল তাঁর স্ত্রীর নাম? এখন দাদা-ভাই আলাদা থাকার গল্প ফাঁদছেন বিধায়ক।

সবংয়ের ১৩টি পঞ্চায়েত জলের তলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: নিম্নচাপের বৃষ্টি এবং জলাধারগুলির জল ছাড়ার প্রভাবে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। সবংয়ের বিষ্ণুপুর, ভেমুয়া, মোহাড় সহ ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু এলাকা জলের তলায়। ফলে বিদ্যুৎ ঘটিত বিপদ এড়াতে আগাম বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সবংয়ের প্রায় সাতশোর অধিক পরিবার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। জল কমে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ। আবহাওয়ার উন্নতি হলেও, জমা জল নিয়ে চিন্তিত তাঁরা। গ্রামবাসীরা বলেন, 'প্রতি বছর বন্যায় এভাবেই আমাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। খাবার, পানীয় জল কোনও কিছুই সঠিক ভাবে পাচ্ছি না, রাস্তাঘাট জলের তলায়, বাড়ি ঘরবাড়ি সব ডুবে গিয়েছে, সরকারের কোনও রকম সহযোগিতা নেই, বাড়ির ছেলে মেয়েরা স্কুল যেতে পারছে না।'

সবং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তরুণ মিশ্র জানান, প্রায় ৩০,০০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ১৪৪টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ৯০০০ কাঁচা বাড়ি নষ্ট হয়েছে। ৯৬৬০ হেক্টর ধান এবং পান চাষের জমি জলমগ্ন হয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সবং ব্লকের ১৩টি অঞ্চল জলের তলায়। ৩০০ হেক্টর জমির ওপর থাকা ভেড়ি ও পুকুরের মাছ চাষ নষ্ট হয়েছে। ৪২,৪৫০ জন মৎস্য, পান ও ধান চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। গ্রামীণ সড়ক এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক সহ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মূল সড়কের সঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দেওয়ায় কেলেঘাই কপালেশ্বরী প্রকল্প অসম্পূর্ণ রয়েছে। তার ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং রেল শহর খড়গপুরের জল সবই সবংয়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় সবং জলের তলায় ডুবেছে।'

সুলতানুল ওয়ায়েজীন পীর ছোট হুজুরের ওফাত দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার ফুরফুরা দরবার শরিফে সুলতানুল ওয়ায়েজীন হযরত ছোট হুজুর পীর রহ, এর ওফাত দিবস উপলক্ষে ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দরবারে এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য মুরিদরা আসতে শুরু করেন। মাদ্রাসার অগণিত ছাত্ররা পবিত্র কোরান শরিফ পাঠ থেকে শুরু করে নাত ও গজল পরিবেশন করেন। গরিব অসহায় ও অনাথ শিশুদের জন্য দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সমস্ত মানুষের আতিথ্য করতেন এবং ভালোবাসতেন মরহুম ছোট হুজুর পীর সাহেব। তাঁর সুযোগ্য পিতা মোজাদ্দেদে যামান পীর দাদা হুজুরও এই জনহিতকর কাজ করেছিলেন। সন্ধ্যায় মজলিসের অন্যতম আকর্ষণ জেকেরের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন পীর হোসেন সিদ্দিকী। পীর ইসমাইল সিদ্দিকী, পীর ওমর সিদ্দিকী, পীর সাত্তার সিদ্দিকী, পীরজাদা তহা সিদ্দিকী, পীরজাদা হোজায়ফা সিদ্দিকী, পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকী-সহ অগণিত পীর সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৯.১১.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।
নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স চুড়িদার ঘরানা** (স্বত্বা. শ্রী অরুণ কুমার সাহা) শপ-বি/৮৫/৩, বাঘাযতীন বাজার, কলকাতা - ৭০০০৯২ **শ্রী অরুণ কুমার সাহা** (স্বত্বা. মেসার্স চুড়িদার ঘরানা) সাকিন ৩১২, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, পশ্চিম রাজাপুর, থানা - যাদবপুর, কলকাতা **শ্রীমতি চন্দ্রানী সাহা** স্বামী শ্রী অরুণ সাহা সাকিন ৩১২, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, পশ্চিম রাজাপুর, থানা - যাদবপুর, কলকাতা **শ্রীমতি রাধিকা রঞ্জন সাহা** সাকিন ৩১২, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, পশ্চিম রাজাপুর, থানা - যাদবপুর, কলকাতা **শাখা** : মুকুল বোস রোড	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ৩ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট এবং আরটি শেড নির্মাণ কমবেশি ২০০ বর্গফুট এবং অবস্থিত মৌজা-চৌহাটি, জেএল নং ৭৬, আরএস নং ২৩৪, তৌজি নং ৭০ এবং ৭১, আরএস খতিয়ান নং ২৭৪, আরএস খতিয়ান নং ৭০০ এবং ৫১২ এবং বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৩৫, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৫৭৯, ওয়ার্ড নং ২২, হোল্ডিং নং ৩০৬, নেতাজি ব্লক, থানা- সোনারপুর,রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং সংশ্লিষ্টস্থিত চলার পথ, নিকাশি, জল বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাস সংযোগ প্রভৃতির সুবিধা সহ রেজিস্টার্ড শ্রীমতি চন্দ্রাণী সাহার নামে উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ৭৭২, তারিখ ১৭.০১.২০০৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** বিমল সাহার ভবন, **দক্ষিণে :** ৮ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** শ্যামল চক্রবর্তীর ভবন, **পশ্চিমে :** রামকৃষ্ণ বাবু এবং অন্যান্যর খালি জমি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৩১,১৩,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩,১১,৩০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০০২৬৩৫৮৭৭১ ছ) ৫০,৫৮,৪১৮.০০ (পঞ্চাশ লাখ আটান্ন হাজার চারশো আঠারো টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং চার্জ ০৭.১০.২০২৩ থেকে।
২.	**মেসার্স স্বয়ম** (স্বত্বা. বানী দাস গুপ্তা) ১ ই/২৯, চিত্তরঞ্জন কলোনি, বাঘাযতীন, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২ **শ্রীমতি বানী দাস গুপ্তা** ১ ই/২৯, চিত্তরঞ্জন কলোনি, বাঘাযতীন, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২ **শ্রী সৌগত দাসগুপ্ত** ১ ই/২৯, চিত্তরঞ্জন কলোনি, বাঘাযতীন, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২ **শাখা :** যাদবপুর	সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৩ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি জি-৩ তলা ভবনে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬, ৩য়তলে, উত্তর পশ্চিম দিকে শক্তিকুঞ্জ নামে পরিচিত ভবনে, ইপি নং ৪২৮এসপি নং ৭২০ সিএস প্লট নং ৪৬৯ (অংশ), ৪৭০ (অংশ), জেএল নং ২৩, মৌজা- রাজাপুর,জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আনুমানিক ৮৬০ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং রুম, ২ টয়লেট, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম এবং ১ বারান্দা ঢাকা এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ অন্যান্য সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত পুর প্রেমিসেস নং ১৩, চিত্তরঞ্জন কলোনি, ডাক ঠিকানা ১/২৯, চিত্তরঞ্জন কলোনি(এক্সটেনশন) বা ১/২৯ ই, চিত্তরঞ্জন কলোনি, কলকাতা- ৭০০০৩২, ওয়ার্ড নং ১০২ কেএমসি অধীন, থানা- যাদবপুর, পো-যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, কলকাতা- ৭০০০৩২, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৮ কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** কলোনি নিকাশি এবং প্রয়াত মোনা সরকার এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পূর্বে :** সিঁড়ি চাতাল, **পশ্চিমে :** ইপি নং ৪২৯, মায়া দাস এবং অন্যান্যর দ্বিতল ভবন সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৯,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৯০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০২৫২১৩৪৩৭৬ ছ) ৪৭,৬৭,০৪১.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ সাতষট্টি হাজার একচল্লিশ টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের তারিখ এবং সময় **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi- ০৯.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।**
ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

তারিখ : ০৬.১০.২০২৩, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক — [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কেল SASTRA সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা সাউথ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) গড়িয়া ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী অভিজিৎ মল্লিক** পিতা প্রয়াত অপোত্তি মল্লিক সুভাষগ্রাম নতুনপল্লি, বাগুইপাড়া রোড, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প.ব. পিন - ৭০০১৪৭	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০১ কাঠা ০৯ ছটাক এবং নির্মাণ দলিল নং ১-১৬৫০-২০১৫ সালের এবং ঘোষণা দলিল নং ৯৭৬/২০১৬, অবস্থান জেএল ৩৭ আরএস খতিয়ান ৮৬৯/১৫৮৮, আরএস দাগ নং ৩১২২, মৌজা- বৈকুণ্ঠপুর, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন, থানা- সোনারপুর,সম্পত্তির **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমির পূর্ব দাগ নং, দক্ষিণে : জমির পূর্ব দাগ নং, পূর্ব : ১৬ ফুট সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : জমির পূর্ব দাগ নং সমন্বিত। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী অভিজিৎ মল্লিক।**	ক) ০১.০৭.২০২৩ খ) ০৭.১০.২০২৩ গ) ২৬,১৯,৮০৪.৩৪ টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
২.	ক) গড়িয়া ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : **১. শ্রী আশিস বিশ্বাস** **২. শ্রী অমিত বিশ্বাস** উভয়ের পিতা শ্রী অশোক বিশ্বাস গ্রাম - পূর্ব হোটোর, পো. হোটোর, থানা - মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প.ব. পিন - ৭৪৩৬১০	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অর্ধেক নির্মিত দ্বিতল বসবাসের ভবন সংশ্লিষ্ট জমি পরিমাণ ৪ (চার) ডেসিমেল, গ্রাম এবং মৌজা- হোতর, হোতর অধীন মর্যাদা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেএল নং ৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৭১৭ এবং ২০৩৩, এলআর দাগ নং ২৩৫৩, থানা-মগরাহাট, পো-হোতর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১-০৮৪২২-২০১১ সালের এবং দলিল নং ১-৪৭৪১-২০১৬ সালের অধীন উভয় দলিল রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত **শ্রী আশিস বিশ্বাস এবং অমিত বিশ্বাসের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : মলয় হাজরা, পূর্বে : মায়া হাজরা, পশ্চিমে : বিলাস হাজরা সমন্বিত।	ক) ০৯.০৭.২০২৩ খ) ০৭.১০.২০২৩ গ) ২৮,৮৩,৩০৪.১৫ টাকা ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
৩.	ক) গড়িয়া ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স দীনেশ জুয়েলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার স্বত্বা. দীনেশ ভান্ডারি** পিতা শ্রী জ্যোতির্ময় ভান্ডারি আলিদা, পো. আলিদা, থানা - মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প.ব. পিন - ৭৪৩৩৫৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি দ্বিতল বসবাসের ভবন অবস্থিত ডাঙ্গা জমি পরিমাণ ২.০ ডেসিমেল, গ্রাম - আলিদা, ধামুয়া দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা- শ্যামপুর, জেএল নং ৪৩, আরএস খতিয়ান নং ৯৮, তৌজি নং ১৫৬ এবং আরএস দাগ নং ৫৯৪৭,থানা-মগরাহাট,পো-আলিদা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাংলা বিক্রয় দলিল নং ১-৩৫৫৭-২০০৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর মগরাহাট, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ৪১, পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা অনুযায়ী **শ্রী দীনেশ ভান্ডারির নামে সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : পুকুর/দিলীপ বারিকের সম্পত্তি,পূর্বে : অরুণ বারিকের সম্পত্তি, পশ্চিমে : খালি জমি সমন্বিত।	ক) ২৮.০৭.২০২৩ খ) ০৭.১০.২০২৩ গ) ৩৬,৯১,৫৬৩.০৪ টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
৪.	ক) গড়িয়া ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স মা টেলিকম অ্যান্ড ভ্যারাইটি স্টোর, স্বত্বা. শ্রী মনোজ কুমার দাস,** পিতা শ্রী স্বপন কুমার দাস গ্রাম এবং পো. আলিদা, থানা - মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প.ব., পিন - ৭৪৩৩৫৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি ৫০৫০ ডেসিমেল (শতক) এবং নির্মাণ, জেএল নং ৪৩, এলআর খতিয়ান নং ২৯৫১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৪১০, আরএস খতিয়ান নং ৪৭৯, মৌজা- শ্যামপুর, গ্রাম-আলিদা, থানা-মগরাহাট,পো-আলিদা,জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দান দলিল অনুযায়ী নং ০০১৩০/২০১৫ যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর- মগরাহাট, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ০১, পৃষ্ঠা ১৬৯৩থেকে ১৭০২ অনুযায়ী **শ্রী মনোজ কুমার দাসের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : রবীন দাস এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : তপন দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : স্বপন দাসের সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) ১২.০৬.২০২৩ খ) ০৭.১০.২০২৩ গ) ২৩,৯৪,২৭৭.২৫ টাকা ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
৫.	ক) নিউ আলিপুর ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী প্রদীপ নাথ** ২৪/৪, ভুবনমোহন রায় রোড, বরিষা, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির মোট পরিমাণ ১ (এক) কাঠা , ১১ (এগারো) ছটাক ৯ (নয়) বর্গফুট , মৌজা - পূর্ব বড়িশা, অংশ দাগ নং ৬৯৩, খতিয়ান নং ২২১, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, থানা-ঠাকুরপুকুর, ওয়ার্ড নং ১২৩, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা- ৭০০০৬০। **উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : প্রবীর নাথের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ সমন্বিত। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী প্রদীপ নাথ।**	ক) ২০.০৭.২০২৩ খ) ০৭.১০.২০২৩ গ) ৯,৬৬,৭৭৯.০০ টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
৬.	ক) গড়িয়া ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : **১. শ্রীমতি সুস্মিতা ঘোষ** **২. শ্রীমতি অরিত্রি ঘোষ** শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট বি২, ২য় তল, প্রেমিসেস নং ২৪৭, মধ্য বালিয়া, পো. গড়িয়া, থানা - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-২ দ্বিতীয় তলে দোতলা 'শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট' ভবনে পরিমাণ ৬২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ প্রেমিসেস এবং হোল্ডিং নং২৪৭, মধ্য বালিয়া, মৌজা- বালিয়া, জেএল নং ৪৬, সিএস দাগ নং ২৪২, এলআর দাগ নং ২৬৩, আরএস খতিয়ান নং ১৮৮, থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০৮৪, রাজপুর-সোনাারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ০১, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুকুমার নস্করের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৮ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ২৬২ জমি সমন্বিত। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি সুস্মিতা ঘোষ, স্বামী গোপাল চন্দ্র ঘোষ এবং **শ্রীমতি অরিত্রি ঘোষ**, পিতা গোপাল চন্দ্র ঘোষ।	ক) ০৪.০৭.২০২৩ খ) ০৭.১০.২০২৩ গ) ২৭,৯১,২৮৪.০০ টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
৭.	ক) পশ্চিম পুটিয়ারি ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স বাবা লোকনাথ অটো মোবাইল স্বত্বা. শ্রী আশিস নায়ক** **জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রীমতি বকুল নায়ক**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০২ কাঠা ১১ ছটাক ৩৯ বর্গফুট, এবং ২ তলা পাকা ভবন (সুপার বিল্ট এরিয়া ২২৯০ বর্গফুট) অবস্থিত মৌজা-বাঁশদ্রোণী,জেএল নং ৪৫, তৌজি নং ৬৩ এবং ৬৪, সিএস খতিয়ান নং ১৮৮, আরএস এবং হাল খতিয়ান নং ৯৯৮,দাগ নং ৮০৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১৩ অধীন,প্রেমিসেস নং ৯৮০, নিরঞ্জন পল্লি, 'বি' ব্লক, কলকাতা- ৭০০০৭০ অনুযায়ী **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : এস দাস এর সম্পত্তি, পূর্বে : কেএমসি সড়ক, দক্ষিণে : খালি জমি দাগ নং ৮১৪, পশ্চিমে : খালি জমি দাগ নং ১১২১। **স্বত্বাধিকারী : বকুল নায়ক।**	ক) ০৩.০৭.২০২৩ খ) ০৭.১০.২০২৩ গ) ১৫,৭৫,১১৮.২৯ টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
৮.	ক) পশ্চিম পুটিয়ারি ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স বি. ডি. মার্কেটিং স্বত্বা. শ্রী বিশ্বজিৎ দাস** **জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা শ্রীমতি ললিতা রানী দাস**	সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০.০৭ একর কমবেশি এবং ভবন এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশের ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআরও -বেহালা, থানা- মহেশতলা, পরগনা- মাগুরা,মৌজা- সারেঙ্গাবাদ, তৌজি-নং ১৩৪, জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৫৬০, আরএস খতিয়ান নং ১৩৮/৭১০, দাগ নং ৬৪২/৮৮০, পূর্বতন শ্যামপুর অঞ্চল পঞ্চায়েত, বর্তমানে মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, হোল্ডিং নং ই১-৮৮/১১০, চণ্ডীতলা রোড-৩, দলিল নং ২২৭২ -১৯৮৮ সালের অনুযায়ী। **উক্ত প্রেমিসেস চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাধারণ সড়ক, পূর্বে : মৌজা উত্তর রাইপুর নং ১৫, পশ্চিমে : সাধারণ সড়ক,দক্ষিণে : সম্পত্তি দাগ নং ৬৪২ অধীন। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী **শ্রীমতি ললিতা রানি দাস।**	ক) ১৭.০৭.২০২৩ খ) ০৭.১০.২০২৩ গ) ৫৪,০০,৮৭০.০০ টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১০.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩১.০৭.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী পলাশ কারাতি** কে বকেয়া পরিমাণ **১০,৭৮,১৩০.৯৬ টাকা এবং সুদ (দশ লাখ আটাত্তর হাজার একশো তিরিশ টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ধাত্রীগ্রাম শাখার** নিকট বকেয়া পরিমাণ **১০,৭৮,১৩০.৯৬ টাকা** এবং সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি এলআর প্লট নং ২৩১,খতিয়ান নং ৪৮২১ এবং ৪৮২২, মৌজা- ধাত্রীগ্রাম, জেএল নং ৮৭, থানা-কালনা, শ্রেণি -বাস্তু, জমির পরিমাণ ০.০৯ একর, ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, ঊর্বশী সিনেমা হলের পাশে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কানাই ঘোষের ভবন, দক্ষিণে: কালনা-বর্ধমান রোড, পূর্বে : মধুসূদন ঘোষের ভবন, পশ্চিমে : ঊর্বশী সিনেমা হল সমন্বিত।

তারিখ- ০৭.১০.২০২৩
স্থান- ধাত্রীগ্রাম
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই মগরা (কোড - ০৪৭৮০), হাঁসঘরা, জি. টি. রোড, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ — ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - সৌমেন মুখার্জি, ই-মেল আইডি - soumen.mukherjee@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৫০৯৭১

[দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)] অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১০.১১.২০২৩
সময় - ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (লিড ব্যাঙ্ক), নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে ভাবে আছে' বিক্রি করা হবে **১০.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত (ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে)** বকেয়া **৫,১৩,২৪২.০০ টাকা (পাঁচ লাখ তেরো হাজার দুশো বিয়াল্লিশ টাকা)** টাকা **০৩.১১.২০১৭ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা **শ্রী সুকুমার দাস এবং শ্রীমতি পুতুল দাস (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা -** গ্রাম এবং পোস্ট তালান্ডু, থানা - মগরা, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১৪৮ কাছ থেকে।
সম্পত্তির বিস্তারিত এবং সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নমতে -

ক্রম নং	সম্পত্তি/সম্পদের বিস্তারিত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ০৭ ছটাক কমবেশি জমি এবং ভবন মৌজা-তালান্ডু, জেএল নং ০৩, আরএস খতিয়ান নং আরএস ৩২০, এলআর ৫১৮, দাগ নং ৪৯১, দিগসুই হোয়েরা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-১৩৪৬, ভল্যুম নং ০৪, পৃষ্ঠা নং ৪৫৬১-৪৫৭২, নং ১৩৪৬-২০১৩ সালের, এডিএসআরও হুগলি, গ্রাম এবং পো-তালান্ডু অধীন, থানা -মগরা, জেলা-হুগলি। **সম্পত্তি শ্রীমতি পুতুল দাস স্বামী শ্রী সুকুমার দাস এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ননি গোপাল পালের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সুকুমার দাস এর সম্পত্তি, পূর্বে : ৫ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : ভোলা দাস এর সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) ১১,১৩,৩০০.০০ টাকা খ) ১,১১,৩৩০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০২.১১.২০২৩, সময় : দুপর ৩টে থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট https://www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি প্রদত্ত লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং https://tenders.gov.in দেখুন এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল প্রদত্ত লিঙ্ক https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ - ১০.১০.২০২৩
স্থান - মগরা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — "পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০.১০.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী অভিজিৎ দাস** **শাখা- ব্যান্ডেল বাজার**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দোতলা ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ১১ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা-আমোদঘাটি, জেএল নং ৪০, এলআর খতিয়ান নং ৩১৬২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৯৩, মগরা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম-বাঘাটি, থানা-মগরা, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-১ হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০১-১০৫১৪/২০১৭ তারিখ ০২.১১.২০১৭ বুক নং ১, ভলুম নং ৬০১, পৃষ্ঠা ১৪৮৮৭৮ থেকে ১৪৮৮৯১,অনুযায়ী অভিজিৎ দাস এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সম্পত্তি দাগ নং ৫৯৪, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : সম্পত্তি দাগ নং ৫৯৩ সমন্বিত।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ২৬,০০,০০০ টাকা ঘ) ২,৬০,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা, চ) আইডিআইবি৫০৪৫৮৫০৯৯৯৭ ছ) ২৭,৬৩,৪২১.০০ টাকা
২.	**শ্রী দেবার্য্য চ্যাটার্জি** **শাখা- রাধাগোবিন্দনগর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২ বিএইচকে বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৭৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্টআপ এরিয়া) ৪র্থতলে, ফ্ল্যাট নং ৩০২এ, 'বসন্ত বাস' ভবনে, জেএল নং ১০৪, সিট নং ৮০, আরএস দাগ নং ৮৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৪, ৭১, এবং ৭৭, হাওড়া পৌর সংস্থার অধীন, হোল্ডিং নং ৯৩, ওয়ার্ড নং ৩৮, থানা-শিবপুর, শরৎ চন্দ্র চ্যাটার্জি রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ দলিল নং ০৫০১০০৬৫০-২০১৮ সালের তারিখ ০৫.০২.২০১৮ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২৯২৩৫ থেকে ২৯২৭৮ অনুযায়ী শ্রী দেবার্য্য চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতি জ্যোতি চ্যাটার্জির নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ২৩,০০,০০০ টাকা ঘ) ২,৩০,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০৪২৯৭২৮৮০৫, ছ) ২৯,৯১,৭০৯.০০ টাকা
৩	**মেসার্স এস জি সেফটি ক্রিয়েশন** **শাখা- চন্দননগর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭১৬ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্টআপ) নং ৩ উত্তর মুখী ৫মতলে , লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত দাগ নং ৪১০ খতিয়ান নং ৪৫০১ মৌজা- বালি, জেএল নং ১৪, থানা-বালি, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুর অভয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত ২ অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৬-২০১৮ সালের তারিখ ২৪.০৯.২০১৮ , বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০২-২০১৮, পৃষ্ঠা ২৪৪২৮৫ থেকে ২৪৪৩১৬ অনুযায়ী শ্রী শম্ভুনাথ দাশগুপ্তর নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ১০,০০,০০০ টাকা ঘ) ১,০০,০০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০৪৬৬৮৯০৬৫৮এ ছ) ৯৮,২৯,৯৯৯.০০ টাকা
		সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৫৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্টআপ) নং ২ দক্ষিণ মুখী ৫মতলে , লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত দাগ নং ৪১০ খতিয়ান নং ৪৫০১ মৌজা- বালি, জেএল নং ১৪, থানা-বালি, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুর অভয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত ২ অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৫-২০১৮ সালের তারিখ ২৪.০৯.২০১৮ , বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০২-২০১৮, পৃষ্ঠা ২৪৪২৫৩ থেকে ২৪৪২৮৪ অনুযায়ী শ্রী শম্ভুনাথ দাশগুপ্তর নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ১০,০০,০০০ টাকা ঘ) ১,০০,০০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০৪৬৬৮৯০৬৫৮বি ছ) ৯৮,২৯,৯৯৯.০০ টাকা
৪	**মেসার্স হিন্দুস্থান বোর্ড** **শাখা- পিপুলপাতি**	সংশ্লিষ্ট সকল সকল অংশ জমি এবং ফ্যাক্টরি শেড পরিমাণ ৬ কাঠা ৩ ছটাক/ ১০ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা- দিংগলহাট, জেএল নং ৪৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৩, হাল খতিয়ান নং ৫৩২, আরএস দাগ নং এবং এলআর দাগ নং ৫০০, আদিসপ্তগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা -মগরা , জেলা -হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-১ হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ৩৪০৪ -২০১০ সালের তারিখ ২০.১০.২০১১, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১০, পৃষ্ঠা ১৫২৫ থেকে ১৫৩৬, এবং দলিল নং ৪৮৫৪-২০০৬ সালের তারিখ ০৭.১২.২০০৬ , এডিএসআর চুঁচড়া, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৮, পৃষ্ঠা ৮৯৭৮ থেকে ৯০০২, অনুযায়ী শ্রী বিনোদ কুমার শাউ এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: ৬ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : চলার পথ, পূর্বে : ফ্যাক্টরির প্রবেশ পথ,পশ্চিমে: জিতু পাসওয়ানের সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী দখলীকৃত খ) নেই গ) ৯৪,০০,০০০ টাকা ঘ) ৯,৪০,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০১০৮৮৪৮৮৩৩বি ছ) ১,৩১,২৭,০৫০.০০ টাকা
৫	**মেসার্স বনমাতা ভান্ডার** **শাখা- ডুমুরদহ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ১ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- ডুমুরদহ, জেএল নং ১২৪,আরএস খতিয়ান নং ৯৩২,এলআর খতিয়ান নং ৯০৭, সাবেক এলআর খতিয়ান নং ১৪০৩, আরএস দাগ নং ৮৩৩/১৮৩৭, এলআর দাগ নং ৯৭৪, ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর-১ পঞ্চায়েত অধীন,থানা-বলাগড়, জেলা-হুগলি, দলিল নং ৬০৪১-২০০৮সালের তারিখ ২৪.১২.২০০৮ , বুক নং ১, ভলুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ১৬১৪থেকে ১৬২৬, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর হুগলি, অনুযায়ী রাজেন্দ্র কুমার সাধুখাঁ এর নামে সমুদয় সম্পত্তি, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ফুট পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে: রাজেন্দ্র কুমার সাধুখাঁ এর সম্পত্তি, পূর্বে : পতিত পাবন সাধুখাঁ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : সুধীর ঘোষের সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী দখলীকৃত খ) নেই গ) ৯,৮৫,০০০ টাকা ঘ) ৯৮,৫০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০১০৪২৭৭০৯৬৬ ছ) ৯,৯১,৪২০.০০ টাকা
৬	**মেসার্স দীনবন্ধু টেলিকম** **শাখা- দ্বারহাট্টা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ শতক কমবেশি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- আঁটপুর,জেএল নং ৭২, আরএস এবং এলআরদাগনং ৬২০ (অংশ),৬২১ (অংশ), এবং ৬২২ (অংশ), পুরানো এলআর খতিয়ান নং ৩১৯, নতুন এলআর খতিয়ান নং ১৫৩২, আঁটপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-জাঙ্গিপাড়া,জেলা-হুগলি, দলিল নং ১৭৪-২০১৫ সালের তারিখ ২৭.০১.২০১৫, বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১, পৃষ্ঠা ২১৪৭ থেকে ২১৫৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর জাঙ্গিপাড়া অনুযায়ী শ্রী সৌমেন পালের নামে সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: শ্রী শঙ্কর সেন এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : শ্রী ভোলা নাত পাল এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্রী মদন মোহন সেন এর সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী দখলীকৃত খ) নেই গ) ৬,৮০,০০০ টাকা ঘ) ৬৮,০০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০২৯৭৫৭১৩৬৯ ছ) ২২,৬৫,৩৮৪.০০ টাকা
৭	**শ্রী শুভজিৎ সিংহরায়** **শাখা- দ্বারহাট্টা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৪ শতক কমবেশি জেএল নং ৪৩, তৌজি নং ১৪, মৌজা-দ্বীপাগাজা, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৯০, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৮, দ্বারহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা- হরিপাল, জেলা-হুগলি, বিভাজিত দলিল নং ০৬০৭০০৩৯৬ -২০১৮ সালের তারিখ ১৬.০২.২০১৮ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা ৯৫৩৯ থেকে ৯৫৭০ অনুযায়ী শ্রী অভিজিৎ সিংহরায় এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: ৩ ফুট চওড়া চলার পথ এবং ১৫ ফুট চওড়া বিডব্লুডি রোড, দক্ষিণে : দিলীপ কুমার সিংহরায় এর জমি,পূর্বে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : শ্রী অভিজিৎ সিংহরায় এর জমি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী দখলীকৃত খ) নেই গ) ১২,৩৯,০০০ টাকা ঘ) ১,২৩,৯০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০৪৪৭৫২৫৯২৭ ছ) ১১,১১,৬৯০.০০ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ১০.১০.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইজরায়েলে আটক ১৮ হাজার ভারতীয়কে নিয়ে উদ্বিগ্ন দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর: কেউ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। কেউ পরিষেবা ক্ষেত্রের। কেউ আবার পড়ুয়া। শনিবার ভোররাতে প্যালেস্টাইনীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠী হামাসের রকেট হামলার পর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের জেরে তেল আভিভ, জেরুসালেম-সহ ইজরায়েলের বিভিন্ন শহরে আটকে পড়েছেন সেই ভারতীয় নাগরিকেরা। যাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে নয়াদিল্লিতে।

সরকারি সূত্রের খবর, গত বছর শুরু হওয়া রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের পরে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা এবং পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে সে দেশ থেকে প্রায় ২০ হাজার ভারতীয় কর্মরত এবং ছাত্রছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এ বারও সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে 'উদ্ধার অভিযান' শুরু করা কথা ভাবা হচ্ছে। পরিকল্পনা কার্যকর করতে কূটনৈতিক স্তরে ইজরায়েল এবং স্বশাসিত প্যালেস্তেনীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বিদেশ মন্ত্রক।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে অন্যত্র। ওয়েস্ট ব্যাংক অঞ্চলে সক্রিয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বশাসিত প্যালেস্তেনীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নয়াদিল্লির কূটনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু তা মূলত প্রয়াত ইয়াসের আরাফত প্রতিষ্ঠিত এবং 'ফাতা'র সঙ্গে। প্যালেস্তিনীয় আইনসভায় তারা দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। অন্যদিকে, 'প্যালেস্তিনীয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল'-এর বৃহত্তম দল কট্টরপন্থী হামাসের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি সরকারের জমানায় অনেকটাই দূরত্ব তৈরি হয়েছে। বস্তুত, শনিবার ভোররাতে হামলার পরে প্রধানমন্ত্রী যে ভাবে প্রকাশ্যে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাতে পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল হয়েছে বলে কূটনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন। জেরুজালেমের হেব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি বিভাগের এক ভারতীয় পড়ুয়া সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, 'ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব সিমহাত তোরার জন্য শনিবার ছুটি ছিল। সে দিন এমন হামলা সকলের কাছে অপ্রত্যাশিত। তার পর থেকেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বেরোতে বারণ করা হয়েছে। আমাদের দিনের বেশির ভাগ সময়ই বাংকারে কাটছে।' বেরশেবা শহরে আটকে পড়া শ্বেতা নামে এক ভারতীয় ছাত্রী এনডিটিভিকে বলেন, 'আমাদের শহর গাজা সীমান্ত থেকে মাত্র এক ঘণ্টার দূরত্বে। শুনেছি আশপাশের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রকেট হামলা হয়েছে। আমরা তাই আতঙ্কে রয়েছি।'

রকেট হামলার পাশাপাশি, গাজা সীমান্তবর্তী ইজরায়েলের কয়েকটি শহরে অনুপ্রবেশকারী হামাস বাহিনীর সঙ্গে সেনার মুখোমুখি লড়াই চলছে। লেবাননে সক্রিয় হেজবুল্লা বাহিনী হামলা চালালে উত্তর ইজরায়েলেও লড়াই শুরু হবে। ঘটনাচক্রে, হামাস এবং হেজবুল্লা দু'টি গোষ্ঠীর সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠতা' রয়েছে ইরানের। সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে তেহরানের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে আটক ভারতীয়দের উদ্ধারের পথও খুলে রাখতে চাইছে সাউথ ব্লক।

ছন্দে ফিরছে সিকিম, জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ

গ্যাংটক, ৯ অক্টোবর: ছন্দে ফিরছে সিকিম। সোমবার সপ্তাহের শুরুতে পাহাড়ের আকাশ মেঘমুক্ত ছিল ও পরিষ্কার আবহাওয়ার দরুণ জোরকদমে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। এত দিন আবহাওয়ার কারণেই উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছিল।

সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টির বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সে রাজ্যের সরকার। সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত পরিসংখ্যান বলছে, সিকিমে ১০৫ জন নিখোঁজ। আহতের সংখ্যা ২৬। বিভিন্ন হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

সিকিম সরকার জানিয়েছে, গত বুধবারের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মোট ৮৫ হাজার ৮৭০ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে রাজ্যের অন্তত ১,৭১৬টি বাড়ি। ২,৫৬৩ জন মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানো হয়েছে মোট ২,৭৬৪ জনকে। এই মুহূর্তে সিকিমে মোট ২৬টি ত্রাণশিবির খোলা রয়েছে। ওই ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন অন্তত ৬,৫০৫ জন মানুষ। রাজ্যের মোট ১৪টি সেতু দুর্যোগের কারণে ভেঙে পড়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।

আবহাওয়ার উন্নতি হতেই উত্তর সিকিমের লাচেন উপত্যকায় আটকে পড়া পর্যটকদের সোমবার উদ্ধার করার কাজ শুরু হয়েছে। পূর্ব সিকিম থেকে লাচেনের দিকে সকাল থেকেই একের পর এক হেলিকপ্টার পাঠায় বায়ুসেনা। পর্যটকদের উদ্ধার করে নামিয়ে আনা হচ্ছে।

বুধবারের পর থেকে চেষ্টা করেও উদ্ধারকাজ শুরু করতে পারেনি সেনা জওয়ানেরা। কারণ লাচেন পর্যন্ত পৌঁছনোই যাচ্ছিল না। প্রায় চার হাজার পর্যটক ওই এলাকায় আটকে ছিলেন। বৃষ্টি চলছিল। দুর্যোগে ভেঙে গিয়েছিল বাড়িঘর, রাস্তাঘাট। সড়কপথে গোটা দেশের থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল উত্তর সিকিম। সোমবার রোদ ওঠায় অবশেষে উদ্ধারে নামতে পেরেছে সেনা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস এবং তারিখ ঃ ই-ডিওয়াই-ডব্লুডব্লু-২০-ওয়েল্ডার_হায়ারিং, তারিখ ০৭.১০.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াগন)/ খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে-তে খোলা হবে। **কাজের নামঃ** দুই বছরের জন্য এনডব্লুএস/খড়গপুর ওয়ার্কশপে ২০ জন ওয়েল্ডার ভাড়া করার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** জিএসটি ১৮% হারে ১,০৮,৬৬,৮১৪.০৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,০৪,৩০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.১১.২০২৩ তারিখে বিকেল ৩টেয়। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং বিশদ ঃ www.ireps.gov.in** আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **(PR-684)**

OFFICE OF THE
RAMPARA-II GRAM PANCHAYAT
UNDER BELDANGA-II BLOCK
PO: Rejinagar, PS: Rejinagar, Dist. : Murshidabad

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: **-05/Rampara-II GP/2023-24 & 06/Rampara-II GP/2023-24** With Vide Memo No. **370/Ram-II GP/2023-24 & 371/Ram-II GP/2023-24 Dated: - 09-10-2023,** The Last date for online submission of tender is **17/10/2023** upto **02.00 P.M.** For details, please visit website: **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
E-mail - kalatalahatgrampanchayet@rediffmail.com

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender is hereby invited by the Prodhan Kalatalahat Gram Panchayat under D/H-II Dev. Block, South 24 Pgs. from the eligible contractors for the following works

A) e-NIT no. 10/15th FC(Untied)(23-24)1st Inst. Memo No. 293/KHGP/23-24 Date-10.10.2023,
B) e-NIT no. 11/15th FC(Tied) (23-24)1st Inst. Memo No. 294/KHGP/23-24 Date-10.10.2023,

Bid Submission Closing Date 17/10/2023 upto 14.00 Hrs. Further details are available in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Kalatalahat Gram Panchayat

হামাসের হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন জার্মানির ট্যাটু শিল্পী, ভ্যানে ঘোরানো হল নগ্ন মৃতদেহ

গাজা, ৯ অক্টোবর: গত শনিবার ইজরায়েলে ভয়ঙ্কর হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। তার পর সাধারণ মানুষদের উপর তাদের নির্মম অত্যাচারের ছবি দেখে মর্মাহত গোটা বিশ্ব। এর মাঝেই এক জার্মান মহিলাকে হত্যা করে তাঁর নগ্ন মৃতদেহ ঘোরানোর ভিডিও প্রকাশ্যে এল।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী, সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল এক ভিডিওতে দেখা যায়, মহিলার নগ্ন মৃতদেহ হামাস জঙ্গিরা পিকআপ ভ্যানে নিয়ে ঘোরাচ্ছে। ওই ভিডিও দেখার পর অনেকেই বলেন ওই মৃতদেহ শানি লুক নামে এক জার্মান মহিলার। পেশায় তিনি ট্যাটু শিল্পী। শানির শরীরের ট্যাটু দেখে তাঁকে শনাক্ত করা হয়।

জানা গিয়েছে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি দেখে নিজের মেয়েকে চিনতে পেরেছেন শানির মাও। তিনি জানান, ভিডিওয় যে দেহটিকে দেখা যাচ্ছে সেটি তাঁর ৩০ বছরের মেয়ে শানির। একটি পর্যটক দলের সঙ্গে সে ইজরায়েলে ছিল। মেয়ের সম্পর্কে আরও তথ্য দেওয়ার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধও জানিয়েছেন। বোনকে শনাক্ত করেছেন শানির দিদি তমসিনাও। তমসিনার কথায়, শানি সুপারনোভা মিউজিক ফেস্টিভ্যালে ছিল সে সময়। এই ঘটনা আমাদের পরিবারের কাছে একটা দুঃস্বপ্ন। যদিও তিনি এখনও কোনও ভালো খবরের আশায় প্রহর গুনছেন। আনন্দের মুহূর্ত যে এইভাবে বিষাদে বদলে যাবে তা হয়তো নিজেও কল্পনা করেননি শানি। তবে শুধু শানি নয় তাঁর মতো গত শনিবারের পর থেকে হামাসের অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন বহু নিরীহ মানুষ।

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different work(s) vide **NIT No.: 1) 628/BGP/2023, 2) 629/BGP/2023, 3) 630/BGP/2023, 4) 631/BGP/2023, 5) 632/BGP/2023 & 6) 633/BGP/2023, Date: 07.10.2023. Fund: SBM & 15th Finance.** Tender Publish Date: **07.10.2023.** Bid Submission Date: **31.10.2023.** Date of Opening: **02.11.2023.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

Khanakul-I Gram Panchayat
Khanakul, Hooghly

Notice Inviting e-Tender

Tenderer are invited by the undersigned for 14 nos work Vide **NIT No.: 670/Khanakul-I GP/15th CFC/2023 & 671/Khanakul-I GP/15th CFC/2023, Date: 09.10.2023, (e-Tender ID: 2023_ZPHD_588310 & 2023_ZPHD_588473).** Last Date of Submission of Tender Paper **13.10.2023.** Intending bidders may Contact at the office of the undersigned & also details are available in Websites: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Khanakul-I Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

WB-HMC/NIT/ED/13/EE-II/23-24 **তারিখ : ০৬.১০.২০২৩**

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), এইচএমসি, হাওড়া পৌর সংস্থা এলাকায় সিমেন্ট কংক্রিট কাজের দ্বারা বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন এর জন্য প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় **EE-II/https://wbtenders.gov.in**। টেন্ডার (অনলাইনে) **দাখিলের শেষ তারিখ : ৩০.১০.২০২৩ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত**। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

১৬৩(৩)/২৩-২৪
৯.১০.২৩

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন

শ্রমজীবী নারীদের গুরুত্ব বুঝিয়ে অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন ক্লডিয়া

ওয়াশিংটন, ৯ অক্টাবর: তৃতীয় মহিলা হিসাবে অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন ক্লডিয়া গোলডিন। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে ১০০০তম প্রাপক হিসাবে লেখা হল এই মার্কিন অর্থনীতিবিদের নাম। সোমবার কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, শ্রম বাজারের অর্থনীতির ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকদের অবদান নিয়ে অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন ক্লডিয়া। সেই গবেষণার পুরস্কার হিসাবেই নোবেল পেলেন তিনি।

নোবেল কমিটির তরফে বলা হয়েছে, শ্রম বাজারে মহিলাদের যোগদান ও গুরুত্ব প্রসঙ্গে একেবারে নতুন রকমের তথ্য তুলে এনেছেন ক্লডিয়া গোলডিন। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী, মহিলাদের মনে কর্মক্ষেত্রের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায় তাঁর সংসার। অনেক ক্ষেত্রেই মহিলাদের বিয়ের উপরে নির্ভর করে, তাঁরা শ্রমসাধ্য কাজে যোগ দিতে পারবেন কিনা। তবে ক্লডিয়ার গবেষণা অনুযায়ী, খুব ধীর গতিতে হলেও মহিলাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আসছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমীক্ষা চালিয়ে ক্লডিয়া তুলে ধরেন, অনেক ক্ষেত্রেই কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে ভয় পান মহিলারা। কারণ কেরিয়ার নিয়ে প্রথমে তাঁদের যে আশা থেকে, সেটা ভেঙে যাওয়ার ভয় রয়ে যায়।

মণিপুরের হিংসার নতুন ভিডিও ভাইরাল

ইম্ফল, ৯ অক্টোবর: গোষ্ঠীসংঘর্ষে দীর্ণ মণিপুরে প্রকাশ্যে এল হিংসার নতুন ভিডিও। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সাত সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তির গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে উন্মত্ত জনতা! যদিও ভিডিও দু'টির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'।

মণিপুর পুলিশের দাবি, গত ৪ মে কংপোকপি এবং থৌবল জেলার সীমানায় ওই ঘটনা ঘটেছিল। সে দিনই দুই কুকি মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটানোর ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনার ভিডিও জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজমাধ্যমে। রাজধানী ইম্ফল থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে থৌবল জেলায় বিবস্ত্র করে ঘোরানো এবং গণধর্ষণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রকাশ্যে এসেছে এক নির্যাতিতায় বয়ানও। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, ওই দিন মেইতেই জনগোষ্ঠীর হামলাকারীরা তাঁর বাবা এবং ভাইকে খুন করেছিল। প্রকাশ্যে পুড়িয়ে খুনের ভিডিওটি সেই ঘটনার বলে মনে করা হচ্ছে।

থৌবল লাগোয়া কংপোকপি জেলার বি ফাইনম গ্রামের বাসিন্দা ওই ২১ বছরের মহিলা জানিয়েছেন, ৪ মে ঘটনাটি বি ফাইনম গ্রামের অদূরে থৌবল জেলায় নংপোক সেকমাই থানার দু'কিলোমিটার দূরে তৌবু গ্রামের পাশে ঘটেছিল। বিষয়টি নিয়ে সাইকুল থানায় 'জিরো এফআইআর' দায়ের করে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ-সহ একাধিক অভিযোগ এনেছিলেন তিনি।

তিনি জানান, তিন মহিলাকে খুনের ভয় দেখিয়ে জোর করে বিবস্ত্র করানো হয়। এমনকী, তাঁকে গণধর্ষণ করা হয় বলেও জানিয়েছেন ওই মহিলা। তাঁর বাবা এবং ভাইকে হামলাকারী জনতা খুন করেছিল বলে জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমার ৫৬ বছরের বাবাকে প্রথমেই খুন করা হয়। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে ভাইও নিহত হয়।'

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৩৬, তারিখঃ ০৬.১০.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৫৮। কাজের বিবরণ ঃ** ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং-এর এয়ার কন্ডিশনিং-এর জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল সাধারণ কাজকর্ম। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৯২,৭৮,৭৭৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ** ২,৪৬,৪০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.১০.২০২৩ তারিখে দুপুর ৩.০০টা। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়-এর পরবর্তী কোন সুবিধাজনক কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(HWH-287/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Office of the Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal,Murshidabad

NIET No: 06/15TH/JGP/2023-24 AND **07/15TH/JGP/2023-24** Memo No :243/JGP/2023-24 AND 244/JGP/2023-24 (SIMULTANEOUSLY) Last Date of Issuing Tender Paper :**16.10.2023 Upto 16.00 Hours.** Submission Date From: **09.10.2023 (16.00 Hours) to 16.10.2023(16.00 Hours).** Tender Opening Date: **30.10.2023 At 16.00 Hours.**
For Details Contact with The Office of The Undersigned at Any Working Days.

Sd/-
Prodhan
Juranpur Gram Panchayat

Simlapal Gram Panchayat
P.O.- Simlapal, Dist.- Bankura
NIT No.: 07/SGP/2023-24 and vide Memo No.: Sim/196, Date: 07.10.2023

It is here invited e-Tender by the Pradhan, Simlapal Gram Panchayat for 03 no works **(Last Date of Dropping 17.10.2023 at 05:00 PM)** will be available from the office of the undersigned in working days and the website **www.wbtenders.gov.in / bankura.gov.in**

Sd/- Pradhan
Simlapal Gram Panchayat

OFFICE OF THE
TENTULIA GRAM PANCHAYAT
UNDERMURSHIDABAD-JIAGANJDEVBLOCK
BORDERPARA, MURSHIDABAD,PIN-74302
e-mail:tentulia.gp008@gmail.com

NOTICEINVITINGe-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No:001/23-24/UNTIED/TGP(2ND CALL)** Dated:06-10-2023. The last date for online submission of tender is **17-10-2023 (Tuesday) up to 18:00Hours. (NIeT)No:007/23-24/TIED/TGP Dated:06-10-2023.** The last date for online submission of tender **is 06-11-2023 (Monday) up to 17:00Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Tahmina Bibi
(Prodhan,Tentulia GP)

NOTICE INVITING e-TENDER

The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayet has invited e-Tender against Tender Reference No.- **AGP-II/e-Tender-06/2023-24 Date : 06.10.2023**, in this Gram Panchayat. Bid Submission end date and time **10.10.2023 up to 6.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **16.10.2023 at 11.00 A.M.** Details of Tender Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayet
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
115/GPW/WBFDC/2023-24 (2nd Call)	Transport of Debris, Rubbish etc. from Banabitan Park to Dhapa.	10.10.2023	30.10.2023

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

করমণ্ডল দুর্ঘটনায় ২৮ অশনাক্ত দেহ সংকারের সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর: করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার পর চার মাস পেরিয়ে গিয়েছে। যদিও এখনও অশনাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে দুর্ঘটনায় মৃত ২৮ জনের দেহ। এবার ওই দেহগুলি সংকারের সিদ্ধান্ত নিল ওড়িশা প্রশাসন। ভুবনেশ্বর পুরসভা কর্তৃপক্ষ রবিবার জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ওই দেহগুলির সংকার হবে।

গত ২ জুন ওড়িশার বাহানগা বাজার স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়েছিল চেন্নাইগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেস। বেঙ্গালুরু-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এবং একটি মালগাড়িও একইসঙ্গে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। যার ফলে মৃত্যু হয়েছিল ২৯৭ জনের। ১৬২টি মৃতদেহ ভুবনেশ্বর এইমসে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে ৮১টি দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
ASANSOL

Notice Inviting E-Tender

E. Tender Notice No. 225/PW/Eng/2023 dated 09-10-2023
E. Tender Notice No. 226/PW/Eng/2023 dated 09-10-2023
Memo No. 1179/PW/Eng/2023 dated 09-10-2023
Memo No. 1180/PW/Eng/2023 dated 09-10-2023

Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**
For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.

Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

N.I.T. No. 08 of 2023-2024

Sealed Tender are invited by the Assistant Engineer, Berhampore Sub-Division-III P.W.Dte. for some works on 04.10.2023
1. Last Date of receipt of Application: - **12.10.2023 up to 2.00 P.M.**
2. Receipt of Tender in sealed envelope: - **16.10.2023 at 3.00 P.M.**

Assistant Engineer,
PWDte Berhampore Sub Division No.III

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

বিজ্ঞপ্তি
মেট্রো রেলওয়ের পেনশন আদালত–২০২৩
মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

মেট্রো রেলওয়ে/কলকাতার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য পেনশন আদালত **১৫.১২.২০২৩ তারিখ (শুক্রবার) দুপুর ১২টায়** অনুষ্ঠিত হবে। **আবেদন জমা করার শেষ তারিখঃ** ১৭.১১.২০২৩। **স্থানঃ** কনফারেন্স রুম, ১১তম ফ্লোর, মেট্রো রেল ভবন, ৩৩/১, জে.এল নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০০৭১।
মেট্রো রেলওয়ে/কলকাতা থেকে অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীগণ অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ এবং মৃত রেলওয়ে কর্মচারীগণের পারিবারিক সদস্যগণ (যাঁদের পিপিও ইস্যুয়িং অথরিটি হল এফএ অ্যান্ড সিএও/মেট্রো রেলওয়ে/কলকাতা) এবং যাঁদের পেনশন/পারিবারিক পেনশন এবং পেনশন সুবিধা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ আছে তাঁরা নিম্নলিখিত বিবরণ যেমন (১) নাম (২) পদ (৩) অন্তিম পোস্টিংয়ের স্থান (৪) পিপিও নং (৫) বর্তমান ডাক ঠিকানা (৬) সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ অথবা মৃত্যুর তারিখ (৭) ফোন/মোবাইল নম্বর (৮) অভিযোগ (সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে) উল্লেখ করে নির্দিষ্ট অভিযোগ সহ সাদা কাগজে আবেদন জমা করতে পারেন। খামের উপর স্পষ্ট হরফে **''পেনশন আদালত– ২০২৩,** মেট্রো রেলওয়ে/কলকাতা, তারিখ ১৫.১২.২০২৩'' লিখে প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা–কে সম্বোধন করে আবেদন জমা করতে হবে। এইরূপ আবেদন প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার, মেট্রো রেলওয়ে, মেট্রো রেল ভবন, ৩য় তল, ৩৩/১, জে.এল নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০০৭১ ঠিকানায় ডাক মাধ্যমে অথবা উক্ত ঠিকানায় রাখা ড্রপ বাক্সে **১৭.১১.২০২৩ তারিখের (শুক্রবার)** মধ্যে জমা করতে হবে। আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ হল **১৭.১১.২০২৩**।
দ্রষ্টব্যঃ সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগ, অবিবাহিত/ডাইভোর্সড্/বিধবা কন্যার পারিবারিক পেনশন, সম্পূর্ণ আইনি বিষয়সমূহ, রেলওয়ে কোয়ার্টার না ছাড়া, জরিমানা/ক্ষতিগ্রস্ত ভাড়া আদায়, প্রোমোশন/বেতন স্থির, প্রি–২০০৬/পোস্ট–২০০৬, প্রি–২০১৬/পোস্ট–২০১৬–এর পেনশন/পারিবারিক পেনশনের সংশোধন, রেলওয়ে কর্মচারীর ক্যাজুয়াল সময়সীমার সার্ভিস কোয়ালিফাই করা ইত্যাদি বিষয় পেনশন আদালত–২০২৩–এর আওতাভুক্ত নয়।

প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ১৫-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৩-২৪, তারিখঃ ০৬.১০.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম/অবস্থান ঃ** আসানসোল ডিভিসন-- আসানসোল ডিভিসনে প্রহরীযুক্ত নন-ইন্টারলকড্ এলসি গেটে ভয়েস রেকর্ডিং সুবিধা সহ গেট টেলিফোন-এর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৫২,৪৭,৫২৭.৮৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,০৫,০০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র জারির তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.১১.২০২৩ তারিখে দুপুর ২টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ http://www.ireps. gov.in**। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য হবে। টেন্ডারদাতা/বিডারগণের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেটার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাঁদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডারগণই ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। (ASN-132/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। ক্রমিক নং-১। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ১৮৭_২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৬.১০.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/বিএইচপি ও আরপিএইচ শাখায় দিব্যাঙ্গ যাত্রীদের জন্য সুযোগ-সুবিধার সংস্থান ও উন্নতিকরণ, শৌচাগারসমূহের উন্নতিকরণ ও সাইনেজ-এর সংস্থান এবং বিবিধ কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৬৯,৩৫,৮৯৪.৮৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৩৪,৭০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। **ক্রমিক নং-২। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ১৮৮_২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৬.১০.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে এসএসই/ডব্লু/আরপিএইচ-এর শাখায় আর্চ ব্রিজ নম্বর ১৪৭, ১৫১, ১৫৭, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৬ ও ১৭৮-এর আরসিসি জ্যাকেটিং-এর সংস্থান ও অন্যান্য বিবিধ কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,৫৯,৩০,১৪৬.৯৩ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৭৯,৭০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) মাস। **ক্রমিক নং-৩। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ১৮৯_২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৬.১০.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে এসএসই/ডব্লু/আরপিএইচ-এর শাখায় ব্রিজ নম্বর ২০৩, ২০৮, ২২৯ ও ২৪৪-এর আরসিসি জ্যাকেটিং-এর সংস্থান ও অন্যান্য বিবিধ কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩,৮৯,৮২,৬৬৬.৫৩ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৪৪,৯০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) মাস। **ক্রমিক নং-৪। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ১৯০_২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৬.১০.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/আরপিএইচ-এর শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯০,৬৯,০৯৭.৮৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৮১,৪০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **ক্রমিক নং-৫। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ১৯১_২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৬.১০.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/এনএইচটি-এর শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯০,৭২,০৪২.৭৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৮১,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **ক্রমিক নং-৬। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ১৯২_২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৬.১০.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/পিকেআর-এর শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯০,৭২,০৪২.৭৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৮১,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য (ক্রমিক নং ১ থেকে ৬ প্রতিটির জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.১০.২০২৩ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৬ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডার- দাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থপ্রদান– ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-288/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

খলিস্তানি নেতা নিজ্জর খুনে হাত রয়েছে চিনের, দাবি কানাডার ব্লগার জেনিফারের

ওটায়া, ৯ অক্টোবর: খলিস্তানি জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের নেপথ্যে রয়েছে চিন! চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন কানাডার এক ব্লগার। তাঁর দাবি, আন্তর্জাতিক মহলে ভারতকে চাপের মুখে ফেলার জন্যই এমন ছক কষেছে চিন। নিজ্জরের খুনের সঙ্গে ভারতের নাম জড়িয়ে দিয়ে পশ্চিমি দুনিয়ার সামনে নয়াদিল্লিকে বিপাকে ফেলা যাবে- এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গোটা পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ করেন নিজ্জর খুনে ভারতের হাত থাকতে পারে।

চিনে জন্মগ্রহণকারী মানবাধিকার কর্মী জেনিফার ঝেং বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করেন। সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করে তিনি বলেন, চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মদতেই খুন হয়েছেন নিজ্জর। তার আগেই সিয়াটলে গিয়ে গোপন বৈঠক করেন চিনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। সেখানেই ঠিক হয়, নিজ্জরের খুনের সঙ্গে ভারতের নাম জড়িয়ে দিতে হবে। তাহলেই পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে চিড় ধরানো সম্ভব হবে।

ব্লগারের দাবি, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমোদনেই ভারতকে প্যাঁচে ফেলতে এই পরিকল্পনা ছিল চিনের। পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই নিজ্জরের খুনিরা ভারতীয় টানে ইংরাজি বলা শিখে নেয়, যেন প্রত্যক্ষদর্শীরা খুনিদের ভারতীয় বলে ভুল করে। তারপরেই নানা কায়দায় এই খুনের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের যোগ সাজিয়ে দেয় চিনের প্রশাসন। যদিও এই বিস্ফোরক ভিডিও নিয়ে চিনের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

প্রসঙ্গত, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ আনেন, কানাডার খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে। এর পর থেকে ভারত-কানাডা টানাপোড়েন অব্যাহত। দুই দেশ থেকেই অপর দেশের শীর্ষ কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয়। দুই দেশের কূটনৈতিক চাপানউতোর এখনও অব্যাহত। তার মধ্যেই বিস্ফোরক দাবি ব্লগারের।

একদিন

ক্রিকেটের কুরুক্ষেত্র

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 123, KOLKATA, TUESDAY, 10 OCTOBER 2023, PAGE 8

কলকাতা ১০ অক্টোবর ২০২৩

কোহলির চেয়ে রাহুলকে এগিয়ে রাখছেন শোয়েব আখতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২ রানে ৩ উইকেট, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপে ভারতকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয় এনে দিয়েছেন বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল। কোহলি ৮৫ রান করে ফিরে গেলেও রাহুল ছিলেন অটল। ১১৫ বলে ৯৭ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন এ ব্যাটসম্যান। ম্যাচ শেষে দারুণভাবে প্রশংসিতও হচ্ছেন রাহুল। পাকিস্তানের সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার তো তাঁকে কোহলির চেয়েও এগিয়ে রেখেছেন। বলেছেন, রাহুলের ৯৭ রান ডাবল সেঞ্চুরির সমান।

ম্যাচটা যে ভারত রাহুলের কারণে জিতেছে, সেটি উল্লেখ করে শোয়েব বলেছেন, 'ভারত এই ম্যাচ জিতেছে শুধুমাত্র লোকেশ রাহুলের জন্য। সে দারুণ আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে। সে বুঝিয়ে দিয়েছে, কেন ভারতের মিডল অর্ডারে গুরুত্বপূর্ণ। বিরাট কোহলিও অনেক ভালো খেলেছে, কিন্তু সে সুযোগ দিয়েছে। আর রাহুল বিপদের সময়ে মাঠে এসে কোনো সুযোগ না দিয়েই নিজের দাপট দেখিয়েছে। সে নিজের সুবিধার কথা ভাবতে পারত। কিন্তু সে দলের সুবিধার কথাই আগে ভেবেছে।

সে ঠিক করে নিয়েছিল যে যখন মারের বল আসবে তখন মারব, আর যখন বাজে বল আসবে তখন দেখে খেলব।'

মিচেল মার্শের হাতে কোহলির জীবন পাওয়াকে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বললেও রাহুল কীভাবে দলকে নির্ভরতা দিয়েছেন, তা,ও মনে করিয়ে দিলেন শোয়েব, 'বিরাট কোহলির যে ক্যাচ ছিল, সেটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল। মার্শ সেই ক্যাচ নিয়ে নিলে ভারত চাপে পড়তে পারত। কিন্তু এরপরও রাহুলের কথা বলতে হবে। সে এমন খেলোয়াড়, যে মিডল অর্ডারে আপনাকে স্থিরতা দেবে। তাকে আপনি যেখানে খুশি খেলাতে পারেন। ওপেন করাতে পারেন, মিডল অর্ডারে রাখতে পারেন আবার কিপিংও করাতে পারেন। সে কিন্তু ৫০ ওভার কিপিংও করেছে। ব্যাটিংও করেছে ৪০ ওভারের মতো। সবাই বিরাট কোহলির ফিটনেসের কথা বলে। কিন্তু কোহলি যখন দৌড়াচ্ছে তখন রাহুলও কিন্তু দৌড়াচ্ছে। কোহলি কিন্তু ৫০ ওভার কিপিং করেনি, লোকেশ রাহুল করেছে।'

এই ম্যাচে কঠিন পরিস্থিতিতে রাহুলের ৯৭ রান যে ডাবল সেঞ্চুরির সমান, সেটা উল্লেখ করে শোয়েব বলেছেন, 'সব মিলিয়ে তাকে একজন পূর্ণাঙ্গ খেলোয়াড় হিসেবেই দেখতে হবে। তার আরেকটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে, সে অনেক দেরিতে শট খেলে। বলকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে খে লে। আর আমি আজকে দুজনের মধ্যে তুলনা করলে খোলাখুলি বলতে চাই, কোহলি অবশ্যই অনেক বড় খে লোয়াড়। কিন্তু এ ম্যাচে লোকেশ রাহুল একেবারে অন্য রকম ছিল। আজ আমার মনে হয়েছে সে অনেক এগিয়ে আছে। সেঞ্চুরি করা উচিত ছিল। কিন্তু কপালে ছিল না। কিন্তু তার ৯৭ রানও ডাবল সেঞ্চুরির মতো ভালো।'

টি-টোয়েন্টি ভুলে বিশ্বকাপে চেন্নাই যেন দিল টেস্ট ম্যাচের স্বাদ

চেন্নাই: টি-টোয়েন্টির চার-ছক্কার প্লাবণ নেই। শুরু থেকে মারধোরের গল্পও নেই। বরং অনেক দিন পর ক্রিকেট অনেক বেশ ছকে বাঁধা। বিপক্ষকে মেপে খেলা। স্ট্র্যাটেজি মতো হাঁটা। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের শুরু যেন সাদা বল অন্য স্বাদ-গন্ধের খোঁজ দিচ্ছে। নতুন করে পাওয়া যাচ্ছে ক্রিকেট মৌতাত। চেন্নাইয়ে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ কতটা ওয়ান ডে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বরং বলা যেতে পারে, ওভারে বাঁধা টেস্ট ম্যাচের স্বাদ দিয়ে গেলেন বিরাট কোহলি, প্যাট কামিন্সরা। ১৯৯ রানের শেষ হয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ২০০ রানের লক্ষ্য নিয়ে নেমে ২ রানে পড়ে গিয়েছিল ভারতের ৩ উইকেট। সেখান থেকে চেন্নাইয়ের মাঠে জয় তোলা কতটা কঠিন, টেস্ট ম্যাচ ভাবনা না থাকলে যে সম্ভব হত না, তা যেন প্রতি শটে, স্ট্রোকে বুঝিয়ে দিয়েছেন বিরাট আর লোকেশ রাহুল।

চেন্নাই বরাবর বোলার-ঘনিষ্ঠ মাঠ। স্পিনার কিংবা পেসার, প্রশ্রয় দেয় স্রেফ বোলারদের। আসলে বোলার-তৃপ্ত বাইশ গজ ব্যাটসম্যানদের পরীক্ষার জায়গা। ভারতের বোলাররা যেমন পরীক্ষা নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ানদের, অজিরাও নিয়েছেন ভারতীয়দের।

প্যাট কামিন্স, জস হ্যাজেলউডদের দাপটে শুরুতেই ৩ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ খোয়ানোর আতঙ্কে যখন ভুগছিল, সেখান থেকে কী ভাবে ঘুরে দাঁড়াল, তা নিয়েই ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা পরও চলছে আলোচনা। প্রতিটা বলের জন্য টক্কর, বল ছাড়া, রাখা, শট নেওয়া; যেন টেস্ট ম্যাচের স্বাদ পেয়েছে চেন্নাই। তীব্র চাপের মধ্যে লোকেশ রাহুল ৯৭ করে নট আউট থেকে যান। বিরাট করে যান ৮৫। টি-টোয়েন্টি মোড ভুলে এমন ম্যাচ জেতানো ইনিংস শেষ কবে দেখা গিয়েছে ক্রিকেটে, খুঁজে দেখতে হবে। বিশ্বকাপের শুরুতেই এমন একটা ম্যাচ যে মানসিক ভাবে অনেকটা এগিয়ে দেবে ভারতীয় শিবিরকে, সন্দেহ নেই। কী পরিকল্পনা ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে? রাহুল বলে দিচ্ছেন, 'ক্রিজে যাওয়ার পর বিরাট বলেছিল, উইকেটে বোলারদের জন্য। প্রচুর মশলা রয়েছে। আমাদের ঠিকঠাক ক্রিকেটীয় শট খেলতে হবে। আমাদের কিছু সময় টেস্ট ক্রিকেট খেলে দেখতে নিতে হবে পরিস্থিতি। তারপর পরিকল্পনা ঠিক করব। এই ছিল আমাদের পরিকল্পনা। ভালো লেগেছে যে, আমরা নিজেদের কাজটা যথাযথ করতে পেরেছি।'

বিরাটের ক্যাচ মিস করলেও মার্শকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান না হ্যাজেলউড

চেন্নাই: হার্সল গিবসের সেই তালিকায় কি চিরকালীন জায়গা পেতে পারেন মিচেল মার্শ? ১৯৯৯ সালে স্টিভ ওয়ার ক্যাচ ধরেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার গিবস। কিন্তু এত দ্রুত তালুবন্দি রাখার সময় এত কম ছিল যে, আম্পায়ার নট আউট দিয়েছিলেন। ওই বিশ্বকাপটা দক্ষিণ আফ্রিকার নামে লেখা থাকতে পারত। গিবসের ক্যাচ-বিভ্রাট কেড়ে নিয়েছিল বিশ্বকাপটা। মার্শকেও কি আগামী দিনে বলা হতে পারে, ১২ রানের মাথায় বিরাট কোহলির ক্যাচটা যদি না ফেলতেনখ! অস্ট্রেলিয়ার ২০০ রান তাড়া করতে নেমে ২ রানের মাথায় ৩ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ভারত। রোহিত শর্মা, ঈশান কিষাণ, শ্রেয়স আইয়াররা ফিরে গিয়েছেন। ক্রিজে বিরাট কোহলি আর লোকেশ রাহুল। একজন আউট হয়ে যাওয়া মানে ম্যাচ জেতার স্বপ্ন শেষ। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের শুরুতে এমনটা হলে চরম ধাক্কা খেতেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। মার্শ কার্যত ভিলেন হয়ে গিয়েছেন।

তখন ১২ রানে ব্যাট করছিলেন। হ্যাজেলউডের বাউন্সে পুল করতে গিয়েছিলেন বিরাট। কিন্তু সেই শট ঠিকঠাক ছিল না। ক্যাচ উঠে যায়। মার্শ আর অ্যালেক্স ক্যারি ক্যাচ তাড়া করেছিলেন। শেষ মুহূর্তে মার্শকেই অগ্রাধিকার দেন ক্যারি। কিন্তু ওই ক্যাচ মিস করেন মার্শ।

ব্যাট হাতে কিছুই করতে পারেননি, ফিল্ডিংয়েও বিরাটের গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচটা ফেলেন। তখন যা পরিস্থিতি ছিল, বিরাট আউট হয়ে গেলে ভারতের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার রান তাড়া করে জেতা সম্ভব ছিল না। ওই ক্যাচ যে টার্নিং পয়েন্ট ম্যাচের, তা অবশ্য মনে করছেন না খোদ বোলার হ্যাজেলউড। অজি বোলার বলেছেন, 'আমার মনে হয় না বিরাটের ক্যাচ মিসটা ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট।

ওটা একেবারে শুরুর দিকের একটা ঘটনা। একই সঙ্গে মনে হয় না, ক্যারি ক্যাচটা ধরতে পারত। ওটা মার্শেরই ক্যাচ ছিল। ক্যাচটা মিস করেছে মার্শ। এটা ম্যাচের অনেক ঘটনার একটা। টিমের প্রত্যেকেই ট্রেনিংয়ে কঠিন প্র্যাক্টিস করে যাতে ওই রকম ক্যাচগুলো ধরা যায়। সব ভুলে আমরা ট্রেনিংয়েই ফোকাস করব।'

রশিদ খানদের বিরুদ্ধেও টিম ইন্ডিয়া পাচ্ছে না শুভমনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুভমান গিলের শারীরিক অবস্থা নিয়ে অবশেষে জবাব দিল বিসিসিআই। সোমবার অর্থাৎ ৯ অক্টোবর বোর্ডের তরফ থেকে সরকারি ভাবে জানিয়ে দেওয়া হল যে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খে লতে পারবেন না টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ওপেনার। ১১ অক্টোবর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টাডিয়ামে রশিদ খ ানদের বিরুদ্ধে নামবে রোহিত শর্মার দল। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল ডেঙ্গুতে আক্রান্ত শুভমান কি আদৌ ১৪ অক্টোবর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন? আপাতত চেন্নাইতেই বিসিসিআই-এর মেডিক্যাল টিমের তত্বাবধানে থাকবেন শুভমান। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে চিপকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলা অনেক দূরের কথা, দলের সঙ্গে মাঠে যাননি তরুণ ওপেনার। টিম হোটেলে নিজের রুমেই থেকে গিয়েছেন। স্বাভাবিক। ডেঙ্গু আক্রান্তকে প্রথম কয়েকটা দিন টানা স্যা লাইন ড্রিপ দিয়ে যেতে হয়। যেহেতু প্রথম দিকে শরীরে তরল পদার্থের অভাব দেখা দেয়। শুভমানের সে সমস্তই চলছে এখন। সাধারণত ডেঙ্গু হলে দু'সপ্তাহ সময় লাগে সেরে উঠতে। পুরোপুরি দুর্বলতা কাটাতে আরও কয়েক দিন সময় লেগে যায় তার পর।

ডাক্তারি মহলের কারও কারও ধারণা হল, শুভমান যেহেতু তুখোড় একজন অ্যাথেলিট, তাই আর পাঁচজনের চেয়ে দ্রুত তিনি সুস্থ হয়ে

উঠবেন। কিন্তু মাঠে নামার মতো অবস্থায় আসতে তাঁর আরও কিছু দিন সময় লাগবে। তিনি বিশ্বকাপ জার্সিতে দেশের হয়ে নামতে পারবেন, এখনই বলার উপায় নেই। আফগানিস্তান তো বটেই, আগামী ১৪ অক্টোবরের আমেদাবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও শুভমানকে পাওয়া যাবে কি না, ঘোর সন্দেহ। আপাতত চেন্নাইতে বিসিসিআই-এর মেডিক্যাল টিমের তত্বাবধানে থাকবেন শুভমান।

ধরমশালার আউটফিল্ড নিয়ে অসন্তুষ্ট ইংরেজ অধিনায়ক জস বাটলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩৮ ঘন্টার জার্নি করে ভারতে পা রেখেছিল ইংল্যান্ড। এর পর চলতি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচেই নিউজিল্যান্ডের কাছে ৯ উইকেটে হারের মুখ দেখেছে গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। জস বাটলারদের সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। এমন প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার অর্থাৎ ১০ অক্টোবর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে নামবে ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচ খেলতে নামার আগে ধরমশালা স্টেডিয়ামের আউটফিল্ডকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বোমা ফাটালেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক। শৈল শহরের এই মাঠের আউটফিল্ডকে 'পুওর' বলে বিস্ফোরণ ঘটালেন তিনি। স্বভাবতই ইংল্যান্ড অধিনায়কের এমন বয়ানে যে বিসিসিআই ও ধরমশালা ক্রিকেট সংস্থার আধিকারিকরা যে চাপে থাকবেন এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাকিব আল হাসানদের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে সাংবাদিক বৈঠকে এসেছিলেন বাটলার। সেখানে ধরমশালা স্টেডিয়ামের আউটফিল্ড নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সটান বলে দেন, তআমার মতে এই মাঠের আউটফিল্ড খুবই খারাপ। একেবারে 'পুওর'। এবং সেটা নিয়ে আরও বেশি আলোচনা হওয়া উচিত। আমি তো আমার দলের

সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছি। বিশেষ করে যারা আউট ফিল্ডে থাকবে, তাদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। খুব দরকার না হলে স্লাইডিং ডাইভ দেওয়ার কোনও দরকার নেই।দ

এখানেই থেমে থাকেননি বাটলার। তিনি ফের যোগ করেন, তসবাই নিজের দলের জন্য রান বাঁচাতে চায়। কিন্তু এই মাঠের আউটফিল্ডের অবস্থা এতটাই খ ারাপ যে সেখানে ডাইভ দিলে চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। মাথায় রাখতে হবে এটা বিশ্বকাপ। অনেক লম্বা প্রতিযোগিতা। তাই সতীর্থদের নিয়ে ঝুঁকি নিতে রাজি নই।দ গত ৭ অক্টোবর ধরমশালা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়েছিল আফগানিস্তান। সেই ম্যাচে আফগান স্পিনার মুজিব-উর-রহমান আউটফিল্ডে ডাইভ দিতে গেলে কাদা অনেকটা ঘাস উঠে যায়। কাদা বেরিয়ে আসে। বড় চোট থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন রশিদ খানের দলের ক্রিকেটার। সেই মুহূর্তের পর স্টেডিয়ামের জঘন্য আউটফিল্ড নিয়ে বিরক্ত প্রকাশ করেছিলেন আফগানদের হেড কোচ জনাথন ট্রট। আর এবার বাটলার প্রকাশ্যে ধরমশালা স্টেডিয়ামের আউটফিল্ড-কে 'পুওর' বলে কড়া সমালোচনা করলেন।

বাংলাদেশের বিপক্ষে 'সম্ভবত খেলবেন না' বেন স্টোকস

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'সম্ভবত না!' বেন স্টোকসকে নিয়ে কথাটা ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলারের। বলেছেন আজ সংবাদ সম্মেলনে। বিশ্বকাপে আহমেদাবাদে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচে খে লেননি স্টোকস। ধর্মশালায় সংবাদ সম্মেলনে ইংল্যান্ডের এ অলরাউন্ডারকে নিয়ে প্রশ্নটা তাই অবধারিত ছিল;বাংলাদেশের বিপক্ষে আগামীকাল তিনি খেলবেন তো? উত্তরে বাটলার ওই কথাটা বলার পর বাংলাদেশের সমর্থকেরা নিশ্চয়ই একটু হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন!

ধর্মশালায় আজ বেলা ১১টায় বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়ের পথে ফিরতে চাইবে বাটলারের দল। কিন্তু কোমরের ব্যথা পুরোপুরি না সারায় ও ম্যাচ ফিটনেস ফিরে না পাওয়ায় সম্ভবত বাংলাদেশের বিপক্ষেও স্টোকসকে পাবে না ইংল্যান্ড। বাটলারের কথায় তেমন ইঙ্গিতই ফুটে উঠল। সংবাদ সম্মেলনে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, স্টোকস ম্যাচ ফিটনেস

ফিরে পেয়েছেন কি না? বাটলারের উত্তর, 'সম্ভবত না, সেটা মনে হচ্ছে না। ভালো লাগছে যে সে নেটে ফিরে এসেছে এবং ফিটনেস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। কিন্তু আগামীকাল সম্ভবত খেলবে না।' হাঁটুতে দীর্ঘমেয়াদি চোট থাকায় এবার বিশ্বকাপে শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলবেন স্টোকস। বিশ্বকাপ শুরুর আগে এমন খবরই জানা গিয়েছিল। গুয়াহাটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচেও খেলেননি স্টোকস। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গত বৃহস্পতিবার ৯ উইকেটে হারের ম্যাচেও তাঁকে পায়নি ইংল্যান্ড।

ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ধর্মশালায় ইংল্যান্ড দল আসার পর নেটে এ পর্যন্ত দুবার ব্যাট করেছেন স্টোকস। গত রোববার বিকেলে নেটে 'থ্রোয়ার'দের বিপক্ষে ব্যাটিং অনুশীলনে খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। তবে আজ সকালে নেটে স্পিনারদের স্বচ্ছন্দেই খেলেছেন স্টোকস। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বাটলার অবশ্য বিবিসিকে আশার কথা শুনিয়েছেন, 'সে ভালো করছে। প্রতিদিনই একটু একটু করে উন্নতি করছে। এটা দলের জন্য ভালো।' ক্রিকইনফো জানিয়েছে, আগামী রোববার দিল্লিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ইংল্যান্ড একাদশে ফিরতে পারেন স্টোকস। তাঁর অনুপস্থিতিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৪ নম্বরে ব্যাট করেছিলেন হ্যারি ব্রুক। আগামীকাল বাংলাদেশের বিপক্ষেও তাঁকে একই ভূমিকায় দেখা যেতে পারে। আর ধর্মশালার হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড-বাংলাদেশ ম্যাচটি হবে নতুন উইকেটে।

এর আগে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান যে মন্থর পিচে খেলেছে, সে উইকেটে এ ম্যাচটি হবে না। ধর্মশালার উইকেট যেহেতু ঐতিহাসিকভাবে পেসারবান্ধব, তাই বাংলাদেশের বিপক্ষে অতিরিক্ত আরও একজন সিমার খেলাতে পারে ইংল্যান্ড। স্পিন অলরাউন্ডার মঈন আলীর জায়গায় দেখা যেতে পারে পেসার রিস টপলিকে। বাটলারের কথায়ও রইল তেমন ইঙ্গিত, 'এটা অবশ্যই একটা বিকল্প। উইকেটে পেস ও বাউন্স থাকতে পারে।'

রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার সচিব পদে লড়তে চলেছেন পৌলমী

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রশাসনিক পদে একে একে আসছেন ক্রীড়াবিদরা। গত কয়েক বছর ধরেই ভারতীয় খে লাধূলার সঙ্গে এই ছবিটা ট্রেন্ডিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিসিসিআই সভাপতি পদে এসে ভারতীয় খেলার ছবিটা পাল্টে দিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এখ নও বোর্ডের মসনদে যিনি আছেন, সেই রজার বিনিও একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার কল্যাণ চৌবে। হকি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে। বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাতেও এখন দেখা যাচ্ছে সেই ছবি। বাংলার ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও রাজ্যের অন্যতম সফল ক্রিকেটার ছিলেন। এ বার প্রশাসনিক পদে লড়তে চলেছেন অলিম্পিয়ান পৌলমী ঘটক। টেবল টেনিসে বাংলার অন্যতম উজ্জ্বল মুখ। জাতীয় পর্যায়ে এক সময় দাপিয়ে বেড়ানো পৌলমীকে এ বার লড়তে দেখা যেতে পারে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার নির্বাচনে।

এই মুহূর্তে বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস সংস্থার দুই সচিব শর্মি সেনগুপ্ত ও মান্তু ঘোষ। এক রাজ্য এক সংস্থা, এই নির্দেশিকার পরই এক ছাতার তলায় চলে আসে রাজ্যের সমস্ত টেবল টেনিস সংস্থাগুলো। চার বছর আগে রাজ্যের সমস্ত টেবল টেনিস সংস্থাগুলোর এক ছাতার তলায় আনা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ টেবল টেনিস সংস্থা এবং বেঙ্গল টেবল টেনিস সংস্থার মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ প্রকাশ্যেও এসেছিল। পরবর্তীতে পরিস্থিতি ঠিক হলেও একটা অদৃশ্য দূরত্ব থেকেই গিয়েছে। সমস্ত টেবল টেনিস সংস্থাগুলো এক ছাতার তলায় আসার পর নতুন নাম হয় বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস সংস্থা (বিএসটিটিএ)। দেশের সমস্ত খেলাতেই কেন্দ্রের স্পোর্টস কোড কার্যকর করা হয়েছে। যে সংস্থাগুলোয় এখনও কার্যকর হয়নি, তারাও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। নয়তো নির্বাসনে পড়তে হচ্ছে সংস্থাগুলোকে। দেশের ক্রীড়া বিধি অনুযায়ী, যে কোনও সংস্থার প্রশাসনিক পদে দুটো টার্মের (৮ বছর) পর কুলিং অফে যেতে হবে সেই কর্তাকে। চার বছর কুলিং অফের পর আবার সেই অফিসিয়াল চার বছরের জন্য (একটা টার্ম) সেই সংস্থায় ফিরতে পারেন। রাজ্যের টেবল টেনিস সংস্থার দুই সচিব শর্মি সেনগুপ্ত এবং মান্তু ঘোষ দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনিক পদে রয়েছেন। বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস সংস্থার সচিব পদে আসার আগে ডব্লুবিটিটিএর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন শর্মি। অন্য দিকে ২০০৫ সাল থেকে উত্তরবঙ্গ টেবল টেনিস সংস্থার প্রশাসনিক পদে ছিলেন মান্তু।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**